POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

আল্লাহ্‌র বাণী

وَمَنۡ یَّبۡتَغِ غَیۡرَ الۡاِسۡلَامِ دِیۡنًا
فَلَنۡ یُّقۡبَلَ مِنۡہُ ۚ
وَہُوَ فِی الۡاٰخِرَۃِ مِنَ الۡخٰسِرِیۡنَ ○

এবং যদি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মকে গ্রহণ করিতে চাহে, তাহা হইলে উহা তাহার নিকট হইতে কখনও কবুল করা হইবে না, এবং পরকালেও সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হইবে ।

(আলে ইমরান: ৮৬)

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد
وَلَقَدۡ نَصَرَکُمُ اللّٰہُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّۃٌ

খণ্ড
4
গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly
BADAR Qadian
Bangla
www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা
22
সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির
সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 30 মে, 2019 24 রমযান 1440 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

ইসরাঈলী ধারার শেষ খলীফা হিসেবে মূসা (আ.)-এর পর চতুর্দশ শতাব্দীতে যিনি এসেছিলেন, তিনি হলেন মসীহ নাসেরী। এর সঙ্গে সাদৃশ্য রাখতে গেলে এই এই উম্মতের মসীহকেও চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে আসা আবশ্যক। এছাড়াও দিব্য-দর্শনের অভিজ্ঞতালাভকারীরাও এই শতাব্দীকেই মসীহ্‌র আবির্ভাবের যুগ বলে অভিহিত করেছেন।

বাণীঃ হযরত মসীহ মওঊদ (আ.)

এই যুগের সঙ্গে মসীহ্‌র বিশেষ সম্পর্ক কিসের?

অনেকের এই বিষয় নিয়ে আপত্তি তোলার অধিকার আছে যে, এই যুগের সঙ্গে মসীহ্‌র বিশেষ সম্পর্ক কিসের? কুরআন শরীফ ইসরাঈলী ও ইসমাঈলী ধারায় খিলাফতের সাদৃশ্যের দিকে স্পষ্ট ইঙ্গিত করছে। যেরূপ এই আয়াত থেকে প্রতীত হয়-

وَعَدَ اللّٰہُ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا مِنۡکُمۡ وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَیَسۡتَخۡلِفَنَّہُمۡ فِی الۡاَرۡضِ کَمَا
اسۡتَخۡلَفَ الَّذِیۡنَ مِنۡ قَبۡلِہِمۡ ۔ الآیۃ (النور:56)

(সূরা নূর, আয়াত: ৫৬)। ইসরাঈলী ধারার শেষ খলীফা হিসেবে মূসা (আ.)-এর পর চতুর্দশ শতাব্দীতে যিনি এসেছিলেন, তিনি হলেন মসীহ নাসেরী। এর সঙ্গে সাদৃশ্য রাখতে গেলে এই এই উম্মতের মসীহকেও চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে আসা আবশ্যক। এছাড়াও দিব্য-দর্শনের অভিজ্ঞতালাভকারীরাও এই শতাব্দীকেই মসীহ্‌র আবির্ভাবের যুগ বলে অভিহিত করেছেন। যেমন শাহ ওলীউল্লাহ্‌ ও প্রমূখ আহলে হাদীসগণ স্বীকার করেছেন যে, গৌণ নিদর্শনগুলি প্রায় সবকটিই এবং মূখ্য নিদর্শনগুলির কয়েকটি পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে তাদের একটু ভুল হচ্ছে। সমস্ত নিদর্শন ও লক্ষণাবলীই পূর্ণ হয়েছে। আগমণকারী সম্পর্কে বুখারীতে মূল যে নিদর্শন বর্ণিত হয়েছে তা হল- یَکۡسِرُ الصَّلِیۡبَ وَیَقۡتُلُ الۡخِنۡزِیۡرَ (বুখারী, কিতাব আহাদিসুল আম্বিয়া) অর্থাৎ, মসীহ্‌র আবির্ভাবের সময় খৃষ্টবাদ ও ক্রুশীয় ধর্মের আধিপত্য থাকবে। এটি কি সেই সময় নয়? আদম (আ.)-এর যুগ থেকে এযাবৎ এমন নজির কি কোথায় আছে যেখানে পাদ্রীদের থেকে বেশি ইসলামের ক্ষতি সাধন অন্য কেউ করেছে? প্রতিটি দেশে ভেদাভেদ সৃষ্টি হয়ে গেছে। এমন কোন ইসলামিক পরিবার নেই যাদের দুই একজন এদের খপ্পরে পড়ে নি। অতএব আগমণকারীর যুগ হল ক্রুশীয় ধর্মের আধিপত্যের যুগ। এর চেয়ে বেশি আর কেমন আধিপত্য হবে? ইসলামের উপর হিংস্র পশুর ন্যায় বর্বর আক্রমণ করা হয়েছে। হযরত রসুল করীম (সা.)-এর উপর বর্বরোচিত আক্রমণ করেনি ও গালি দেয় নি, এমন কোন দলও কি আছে? সেই প্রতীক্ষিত ব্যক্তির আগমণের সময় যদি এখনও না হয়ে থাকে, তবে এরপর সব থেকে নিকটবর্তী সময়ে এলেও তিনি একশ বছর পর আসবেন। কেননা, উর্দ্ধলোকে এটিই একজন মুজাদ্দিদ বা সংস্কারকের আগমণকাল হিসেবে নির্ধারিত হয়ে আছে। এই আগমণকাল হল শতাব্দীর শিরোভাগ। ইসলামের মধ্যে কি আর ততটুকু শক্তি অবশিষ্ট আছে যার দ্বারা সে আগামী একশ বছর পর্যন্ত পাদ্রীদের এই ক্রমবর্ধমান আধিপত্যকে প্রতিহত করতে পারে? এই আধিপত্য চরমে পৌঁছেছে আর সেই প্রতিশ্রুত ও প্রতীক্ষিত ব্যক্তি এসে গেছেন। এখন সে দাজ্জালকে অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের অস্ত্র দ্বারা বধ করবে। কেননা, হাদীসসমূহে বর্ণিত আছে যে, তার হাতে জাতির পরিবর্তন নির্ধারিত আছে, মানুষের বা জাতির মৃত্যু নয়। অতএব এমনভাবেই এটি পূর্ণ হয়েছে।

প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র সমর্থনে বিশ্বজনীন নিদর্শন

আগমণকারীর আরও একটি নিদর্শন হল সেই যুগে রমযান মাসে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ সংঘটিত হবে। খোদার নিদর্শনের প্রতি বিদ্রুপকারীরা বস্তত খোদার সঙ্গেই বিদ্রুপ করে। সেই প্রতীক্ষিত ব্যক্তির দাবির পর চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ সংঘটিত হওয়া এমন একটি ঘটনা ছিল যা মিথ্যা হিসেবে সাজানো কোন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব ছিল না। এর পূর্বে এমন কোন চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ হয় নি। এটি এমন এক নিদর্শন ছিল যার দ্বারা আল্লাহ্‌ তা'লা সমগ্র বিশ্বে আগমণকারীর সম্পর্কে ঘোষণা করার ছিল। আরববাসীরাও নিজেদের স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে এটিকে সঠিক বলেছে। আমার ঘোষণার ইশতেহার যেখানে যেখানে পৌছা সম্ভব ছিল না, সেই সেই স্থানে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ আগমণকারী সম্পর্কে ঘোষণা দিয়েছে। এটি ছিল খোদা তা'লার নিদর্শন যা মানবীয় পরিকল্পনা থেকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র। কোন ব্যক্তি যতই দার্শনিক বা যুক্তিবিদ হোক, সে ভেবে দেখুক যে যখন নির্ধারিত নিদর্শন পূর্ণ হয়েছে, তবে এর সত্যায়নকারীও অবশ্যই কোথাও আছে। এটি এমন কোন বিষয় ছিল না, যার পূর্ব নির্ধারণ সম্ভব। যেরূপ তিনি বলেছেন, এটি তখন হবে, যখন মাহদীর দাবিকারক থাকবে। রসুল আকরম (সা.) একথাও বলেছেন যে, আদম থেকে আরম্ভ করে এই মাহদী পর্যন্ত এমন ঘটনা দ্বিতীয়টি ঘটেনি। কেউ যদি ইতিহাস থেকে তা প্রমাণ করে দেখায়, তবে আমরা তা স্বীকার করব। আরও একটি নিদর্শন এও ছিল যে, সেই সময় 'যুস সিনীন' নক্ষত্রের উদয় হবে। অর্থাৎ সেই নক্ষত্র যা বহু বছর পূর্বে গত হয়েছে। অর্থাৎ যে নক্ষত্রটি মসীহ নাসেরীর আবির্ভাবকালে উদিত হয়েছিল। এখন সেই নক্ষত্রও উদিত হল যেটি ইহুদীদেরকে আকাশ থেকে মসীহ্‌র আগমণবার্তা দিয়েছিল। অনুরূপভাবে কুরআন অনুধাবন করলে জানা যায় -

وَاِذَا الۡعِشَارُ عُطِّلَتۡ ۔ وَاِذَا الۡوُحُوۡشُ حُشِرَتۡ ۔ وَاِذَا الۡبِحَارُ سُجِّرَتۡ ۔ وَاِذَا النُّفُوۡسُ زُوِّجَتۡ ۔ وَ
اِذَا الۡمَوۡءٗدَۃُ سُئِلَتۡ ۔ بِاَیِّ ذَنۡۢبٍ قُتِلَتۡ ۔ وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتۡ ۔ (التکویر:5تا11) یعنی اس

(তাকবীর, আয়াত: ৫-১১) অর্থাৎ সেই যুগে গাভী উট পরিত্যাক্ত হবে, পূর্বে যা উৎকৃষ্টমানের পরিবহন হিসেবে ব্যবহৃত হত। অর্থাৎ সেই যুগে পরিবহনের জন্য এমন কোন ব্যবস্থা তৈরী হবে যার কারণে এই বাহনগুলি অকেজো হয়ে পড়বে। এর দ্বারা রেলের যুগকে বোঝানো হয়েছে। যারা মনে করে যে এই আয়াতগুলির সম্পর্ক কিয়ামতের সঙ্গে, তারা চিন্তা করে দেখে না যে, কিয়ামত দিবসে উটগুলি কিভাবে গর্ভবতী থাকতে পারে? কেননা, 'ইশার'-এর অর্থ হল গর্ভবতী উট। অতঃপর বর্ণিত হয়েছে যে, সেই যুগে চতুর্দিকে নহর প্রবাহিত হবে এবং বই-পুস্তক ব্যাপকহারে প্রকাশিত হবে। মোটকথা এই সমস্ত লক্ষণাবলী এই যুগ সম্পর্কেই ছিল।

এরপর ৮এর পাতায়.......

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর বেলজিয়াম সফর, ২০১৮

(হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণের শেষাংশ)

হুযুর আনোয়ার বলেন: গাম্বিয়ার আমির সাহেব লেখেন: এখানে নর্থ ব্যাঙ্ক রিজিওন-এর একটি গ্রামে সিস্টার তিদা নামে এক জন্মগত আহমদী মহিলা রয়েছেন যিনি এক নিষ্ঠাবান আহমদী পরিবারের সদস্যা। কিন্তু নিয়তি তাঁকে এক অদ্ভুত সন্ধিক্ষণের সামনে এনে দাঁড় করায় যখন এক অ-আহমদী যুবকের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়ে যায়। তাঁর স্বামীর পরিবার ছিল ধর্মীয় গোড়াপন্থী। আফ্রিকার এই মানুষগুলো বড়ই কট্টর প্রকৃতির মুসলমান হয়ে থাকেন যারা মূলত উগ্র ধর্ম উন্মাদনার শিকার। তাঁর স্বামীর পরিবার থেকেই আবার মসজিদের ইমাম নিযুক্ত করা হত। এর থেকে অনুমান করা যায় যে এরা জামাতেরও ঘোর বিরোধী ছিল। এই মহিলা এদের সকলের কাছে নিজের ঈমানকে গোপন রাখেন নি, বরং প্রকাশ্যে তার ঘোষণা দিয়েছেন। সবসময় এভাবেই তিনি জামাতের অনুষ্ঠানাদিতেও অংশগ্রহণ করে এসেছেন যেভাবে পূর্বে জলসায় অংশগ্রহণ করতেন। কিন্তু তাঁর স্বামী বা পরিবারের অন্য কোন সদস্যের পিছনে কখনও নামায পড়েন নি। তিনি বলেছেন, আমি আহমদী তাই তোমাদের পিছনে নামায পড়ব না। এইভাবে স্বামীর বিরাগভাজন হয়ে অত্যাচারিত হতে থেকেছেন, কিন্তু কখনও নিজের ঈমান নষ্ট হতে দেন নি, বরং তিনি আরও অবিচল থেকেছেন। নিজের সন্তান সন্ততিদেরকেও জামাতের সঙ্গে দৃঢ় ভাবে যুক্ত রেখেছেন। তাঁর ছেলেমেয়েরাও নিয়মিত মিশন হাউসে আসে এবং তরবীয়তী ক্লাসে অংশগ্রহণ করে। যাইহোক স্বামী তাঁকে অত্যাচার করার পর দ্বিতীয় বিবাহ করে নেয় এবং নয় মাস পর্যন্ত প্রথম স্ত্রীকে অসহায় অবস্থায় রেখে চলে যায়। তার প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ করে নি। তাঁর বড় ভাই এবং জামাত কিছু সময় পর্যন্ত তাঁকে আর্থিকভাবে সাহায্য করেছে। এই সময়ে তিনি অত্যন্ত ধৈর্য ও অবিচলতার পরিচয় দিয়েছেন। সব সময় দোয়া করতে থেকেছেন এবং দৃঢ় ঈমান প্রদর্শন করেছেন। তাঁর স্বামীর পরিবারে প্রতিবেশীদেরকে একত্রিত করে একটি ধর্মীয় সভা করার রীতিও ছিল যেখানে কোন বড় ইমাম আমন্ত্রিত হত। অ-আহমদী ইমাম নিজের বক্তব্যের সময় বলছিল, আহমদীয়া মসজিদের যখনই কেউ নামায পড়তে যায়, তখন তাকে পচিশ ডালাসী দেওয়া হয়। ডালাসী হল গাম্বিয়ার মুদ্রার নাম। সেই সিস্টা তিদাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, এই ইমাম মিথ্যা কথা বলছে, কেননা, আমি নিজেও আহমদীয়া মসজিদে দীর্ঘকাল নামায পড়ে এসেছি আর কখনও এক ডালাসী অর্থও গ্রহণ করি নি। এই কথাটি ইমাম সাহেবকে লজ্জায় ফেলে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। এই কথা শুনে তাঁর পরিবারের লোকজন এবং প্রতিবেশীরা তাঁকে মসজিদ থেকে বের করে দেয় এবং তাঁকে অনেক অত্যাচার করা হয়। যাইহোক আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তাঁর পাঁচ পুত্র এবং এক কন্যাকে তিনি ভালভাবে তরবীয়ত করেছেন। প্রত্যেকেরই জামাতের প্রতি নিষ্ঠা ও ভালবাসা রয়েছে। স্বল্প আয় সত্ত্বেও তিনি যথারীতি চাঁদা দেন। নিজের এবং সন্তানদের পক্ষ থেকে প্রত্যেকটি চাঁদার তহরীকে অংশগ্রহণ করেন এবং তারা আদর্শ আহমদী সন্তান। তারা কুরআন করীমও পড়েছেন। এরাই হলেন ধর্মকে রক্ষাকারীনি ও বিশ্বস্ত মহিলা যারা ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবেন এবং সফল হবেন। এবং তারা আল্লাহ্ তা'লার পুরস্কারাজিতেও ভুষিত হবেন। এঁরা ধর্মের বিষয়ে দুর্বলতা প্রদর্শন করেন না। দারিদ্রতা সত্ত্বেও আর্থিক ত্যাগ-স্বীকারের ক্ষেত্রে অগ্রণী থেকেছেন। প্রতিকূল অবস্থা, পরিবারের লোকজনদের বিরোধীতা সত্ত্বেও নিজের সন্তানদের উত্তম তরবীয়ত করেছেন, তাদেরকে আহমদীয়াতের সঙ্গে সম্পৃক্ত রেখেছেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এখানে আসার পর আপনাদের যেহেতু ধর্মীয় স্বাধীনতা রয়েছে, তাই নিজেদের সন্তানদেরকে ধর্ম শেখানোর প্রতি যত্নবান হন। আর নিজেরাও ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধির বিষয়ে মনোযোগী হন। নিজেদের ঈমানে দৃঢ়তা আনুন। এই সব উন্নত বিশ্বের দেশগুলিতে আমরা দেখি যে, পরিবেশ সব সময় ঈমানকে বিকৃত করে চলেছে। আমি কয়েকবার বাচ্চাদের, মহিলাদের ও পুরুষদেরকেও বুঝিয়েছি। এখানে আমাদেরকে পূর্বের থেকে বেশি নিজেদের সন্তানদেরকে আগলে রাখা চেষ্টার প্রয়োজন রয়েছে। এখানে বাচ্চাদেরকে ধর্মের সঙ্গে যুক্ত রাখা খুব কঠিন কাজ, আর এটি মহিলাদের বিশেষ করে মায়েদের দায়িত্ব। অতএব এই কর্তব্যটি অনুধাবন করুন। নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হন এবং স্মরণ রাখবেন যে, যেভাবে আফ্রিকার এক প্রত্যন্ত অঞ্চলের এই মহিলা শত্রুদের মাঝে থেকেও নিজের সন্তানের প্রতিপালনের বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিল, আপনারাও এখানে এসে, বিশেষ করে যারা উচ্চশিক্ষিত, তাদেরও এবিষয়ের উপর বিশেষ মনোযোগ দেওয়া দরকার, যাতে আপনাদের পরবর্তী প্রজন্ম সবসময় আহমদীয়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, ধ্বংস না হয়ে যায়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: গাম্বিয়ার আমির সাহেব লেখেন, নর্থ ব্যাঙ্ক রিজিওন-এর সিস্টার টিবারা সাহেবার ঘটনার উল্লেখ করছি। তিন বছর পূর্বে তিনি আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বয়স এখন সাতান্ন বছর। তাঁর নিজের গ্রামে যে দায়িইলাল্লাহ্ মহিলারা রয়েছেন তাদের এক বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। তিন বছর পূর্বে বয়আত করে দাওয়াতে ইলাল্লাহ্ এবং তবলীগের ক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করে ফেলেন। মাইলের পর মাইল পথ পায়ে হেঁটে নিজের আত্মীয়স্বজনদের কাছে ইসলাম ও আহমদীয়াতের বাণী পৌঁছে দিতেন। তাঁর এই প্রচেষ্টার ফলে তাঁর এক ভাই আহমদী হয়েছেন, যিনি একটি অঞ্চলের প্রধান। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তিনি এখন মজবুত এবং একনিষ্ঠ আহমদী। অন্যান্য এই লাজনারা জলসা সালানায় নিজের খরচে যাওয়ার উপদেশ দেন। এরা সকলে দরিদ্র মহিলা, অনেক সময় জামাত খরচ দেয়, কিন্তু তিনি বলেন- ' না! নিজের খরচে যাও।' এছাড়াও অন্যান্য চাঁদাসমূহ- চাঁদা আম, মজলিসে চাঁদা ইত্যাদি শোধ করার জন্য তিনি মনোযোগ আকর্ষণ করতে থাকেন। তাই এখানে আপনারা যখন ভাল পরিবেশে এসেছেন, যেখানে তবলীগ করার ক্ষেত্রে কোন নিষেধাজ্ঞা বা বাধা নেই। এখানে ইসলামের বাণী প্রত্যেক ঘরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আপনাদেরকে প্রস্তুত থাকতে হবে আর লাজনাদেরকে এবং প্রত্যেকটি মহিলাকে ব্যক্তিগতভাবেও এই বাণী পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করা উচিত। আর এর জন্য যথারীতি পরিকল্পনা করা উচিত। যদি তারা কঠিন পরিস্থিতিতেও তবলীগকে অগ্রাধিকার দিতে পারেন আর ধর্মের বাণী পৌঁছে দিতে পারেন, তবে আপনারাও আল্লাহ্ তা'লাকে সন্তুষ্ট করতে তাঁর বাণী প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার সংকল্প করুন। এর জন্য সর্বপ্রথম পদক্ষেপ হল নিজেকে ধর্মীয় শিক্ষা ও জ্ঞানে সমৃদ্ধ করে তোলা। নিজেদের জ্ঞান বৃদ্ধি করুন। সন্তান সন্ততির সঠিক প্রতিপালন করুন। অনেক ক্ষেত্রে কিছু কিছু আহমদী মহিলা পুরুষদের তুলনায় অধিক বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে এবং এমন ঈমানী আত্মাভিমান প্রদর্শন করেছে যা দেখে মানুষ স্তম্ভিত হয়ে যায়।

পশ্চিমবঙ্গের মালদা সার্কেলের ইনচার্য সাহেব লেখেন: মালদা সার্কেলের বীরগাছি জামাতে আহদীয়া মসজিদের গোড়া পত্তনের সময় আহমদীয়াতের বিরোধীরা তুমুল বিরোধীতা আরম্ভ করে। অনেকে হাতাহাতি করতে উদ্যত হয়। সেই সময় আমাদের এক আহমদী মহিলা যাকিয়া সাহেবা নিজের ঈমানের বীরত্ব প্রদর্শন করে হাতে ছুরিকা নিয়ে বিরোধীদের সামনে রুখে দাঁড়িয়ে বলেন, যদি কারো সাহস থাকে তবে এগিয়ে এসে আমাদের মসজিদ নির্মাণে বাধা দিয়ে দেখ! তাঁর সেই নির্ভীকতা ও উত্তেজনা দেখে বিরোধীরা গুটিয়ে যায়। দেরি না করে তারা তখনই সেখান থেকে পালিয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে জামাতে এখন মজিদের সঙ্গেই মুয়াল্লিম কোয়ারটারও নির্মিত হয়েছে। আর সেখানে নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায হয়। এই মহিলার ঈমানী উদ্দীপনা পুরুষদের জন্য নমুনা স্বরূপ।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এই সব লোকগুলি বাইরে এসে নিজেদের সমস্যা দূর করতে পারে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঈমানে অবিচল থেকে যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট সহন করছে। দুঃখ কষ্টে এদের ঈমান মজবুত হয়েছে। এখানে আশ্রয়গ্রহণকারীরা সহজসাধ্যতা পাওয়ার পর এবিষয়ের উপর কতটা যত্নবান থাকা উচিত যে, ঈমানকে দৃঢ় করতে হবে, রক্ষা করতে হবে, পূর্বের তুলনায় ব্যবহারিকভাবে নিজেদেরকে প্রকৃত আহমদী হিসেবে মেলে ধরতে হবে। কুরআন করীমের আদেশাবলীর উপর আমল করার চেষ্টা করুন, এই পরিবেশে হারিয়ে যাবেন না। নিজের সন্তানদেরও উপদেশ দিতে থাকুন। যুবতীদেরও স্মরণ রাখা উচিত যে, তাদের পিতামাতার এখানে আগমণের কারণ ছিল ধর্ম। তাই আপনারাও জাগতিকার মধ্যে হারিয়ে যাবেন না, বরং ধর্মকে জাগতকিতার উপর প্রাধান্য দিতে হবে। এই বিষয়টির উপরই নির্ভর করছে আপনাদের ইহজাগতিক অস্তিত্ব এবং পরকালেরও অস্তিত্ব। আর আপনারে প্রত্যেকটি কর্মপন্থা সেই অনুসারে হওয়াই বিধেয় যা আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে কাছে চান। আল্লাহ্ তা'লা কিছু বিধিনিষেধ স্পষ্টভাবে বর্ণান করেছেন। যেমন পর্দার আদেশ। পর্দা মেনে চলা প্রত্যেক মহিলা ও যুবতীর কর্তব্য। নিজেদের পরিধানকে লজ্জাসম্মত বানানো প্রত্যেক মহিলা ও যুবতীর কর্তব্য। আর এই দৃষ্টান্তই পরবর্তী প্রজন্মেও

এরপর ৯ এর পাতায়..

জুমআর খুতবা

খোদা তা'লার কাছে মহানবী (সা.) এর চেয়ে বেশি প্রিয় আর কেউ নেই, তিনি খোদার প্রেমিক বা বন্ধু , কিন্তু খোদা তা'লার ভ্রুক্ষেপহীনতা, তাঁর ভয় ও ভীতির চিত্র দেখুন যে, নিজের সম্পর্কে তিনি(সা.) বলেন যে, আমি জানিনা আমার সাথে কী ব্যবহার করা হবে। অতএব আমাদের জন্য কতটা ভয়ের ব্যাপার আর কতটা আমাদের পুণ্য কর্ম ও খোদার ইবাদতে মনোযোগ নিবদ্ধ করার বিষয়ে সচেতন থাকা উচিত!

হযরত যায়েদ বলেন, আমি জীবিত ফিরে আসি বা না আসি কিন্তু এ কথা নিশ্চিত সত্য যে, হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) আল্লাহ্ তা'লার সত্য রসূল এবং নবী।

প্রাথমিক মুয়াল্লেম যারা ছিলেন, সিন্ধু প্রদেশেও, তারা অত্যন্ত কুরবানী করে সেখানে দিনাতিপাত করতেন। নিজেরাই অনেক দূর থেকে পানি বহন করে আনেন, মাটি জড় করেন, এরপর ইট প্রস্তুত করেন এবং নিজেরাই নিজেদের থাকার ঘর প্রস্তুত করেন, জামা'তের কাছে কোন কিছু দাবি করেন নি।

নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার মূর্তপ্রতীক বদরী সাহাবী হযরত উসমান বিন মাযউন (রা.) এবং হযরত ওয়াহাব বিন সা'দ বিন আবু সরাহ (রা.)-এর পবিত্র জীবনী সম্পর্কে আলোচনা।

মুকাররম মালিক মহম্মদ আকরম সাহেব মুবাল্লিগ সিলসিলার মৃত্যু এবং জানাযা হাজের।

মুকাররম চৌধুরী আব্দুশ শুকুর সাহেব মুবাল্লিগ সিলসিলা, মুকাররম মালিক সালেহ মহম্মদ সাহেব মুয়াল্লিম এবং তানজেনিয়ার মুকাররম মোয়েশুয়ে সাহেবের মৃত্যু। মরহুমীনদের প্রশংসাসূচক গুণাবলীর উল্লেখ এবং জুমার পর তাদের জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে প্রদত্ত ২৬ এপ্রিল , ২০১৯, এর জুমুআর খুতবা (২৬ শাহাদত, ১৩৯৮ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন: গত খুতবায় আমি হযরত উসমান বিন মাযঊন সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে আমার কথা এখানে শেষ করেছিলাম যে, জান্নাতুল বাকী-তে সমাহিত ব্যক্তিদের মাঝে তিনি প্রথম ব্যক্তি ছিলেন।

(উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫৯১, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩)

জান্নাতুল বাকী'র ভিত্তি ও সূচনা সম্পর্কে যে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া গেছে তাহলো মহানবী (সা.) এর মদিনায় শুভাগমনের পর সেখানে অনেক কবরস্থান ছিল। ইহুদীদের নিজস্ব গোরস্থান ছিল। এর পাশাপাশি আরবের বিভিন্ন গোত্রের নিজ নিজ কবরস্থান ছিল। মদিনা তৈয়্যবা যেহেতু তখন বিভিন্ন এলাকায় বিভক্ত ছিল তাই প্রত্যেক গোত্র নিজ এলাকায় খোলা স্থানে নিজেদের মৃতদের কবরস্থ করত। কুবার নিজস্ব কবরস্থান ছিল যা অধিক প্রসিদ্ধ ছিল। যদিও সেখানে ছোট ছোট আরো বেশ কিছু কবরস্থান ছিল, যেমন- বনু জাফর গোত্রের নিজস্ব কবরস্থান ছিল আর বনু সালামার পৃথক কবরস্থান ছিল। অন্যান্য কবরস্থানের মাঝে ছিল বনু সাদার কবরস্থান, যেখানে পরবর্তীতে 'সূকুন্নবী' প্রতিষ্ঠিত হয়। যে স্থানে মসজিদে নববী নির্মিত হয়েছে সেখানেও খেজুর বাগানে কয়েকজন মুশরেকের কবর ছিল। এসব কবরস্থানের মাঝে বাকীউল গরকদ সবচেয়ে পুরোনো ও প্রসিদ্ধ কবরস্থান ছিল। এরপর মহানবী (সা.) যখন এটিকে মুসলামনদের কবরের জন্য পছন্দ করেন তখন থেকে আজ পর্যন্ত এর একটি বিশিষ্ট মর্যাদা চলে আসছে আর তা চিরকাল থাকবে।

হযরত উবায়দুল্লাহ্ বিন আবু রাফের পক্ষ থেকে বর্ণিত যে, মহানবী (সা.) কোন এমন জায়গার সন্ধানে ছিলেন যেখানে শুধু মুসলমানদের কবর থাকবে আর সে উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.) বিভিন্ন জায়গা পরিদর্শন করেন। এই গর্ব **'বাকীউল গরকদ'** -এর অদৃষ্টে লেখা ছিল যে, মহানবী (সা.) বলেন, আমাকে এই জায়গা অর্থাৎ **'বাকীউল গরকদ'** কে নির্বাচনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এটিকে সে যুগে **বাকীউল খাবখাবা** বলা হতো। তাতে অগণিত গরকদ বৃক্ষ ও বন্য ঝোপঝাড় ছিল। মশা ও অন্যান্য কীটপতঙ্গের রাজত্ব ছিল সেখানে। আবর্জনা বা জঙ্গলের কারণে যখন মশা উড়তো তখন এমন মনে হতো যেন ধোঁয়ার মেঘ ছেয়ে গেছে।

যেমনটি উল্লেখ করা হয়েছে যে, সেখানে সর্বপ্রথম যাকে কবরস্থ করা হয়েছে তিনি ছিলেন হযরত উসমান বিন মাযঊন। মহানবী (সা.) তার কবরের মাথার দিকে একটি পাথর চিহ্ন হিসেবে রেখে দেন আর বলেন, ইনি আমাদের পূর্বসূরী। এরপর যখনই কারো ঘরে কেউ মারা যেতো তারা মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করতো যে, তাকে কোথায় দাফন করা উচিত? তিনি বলতেন আমাদের পূর্বসূরী উসমান বিন মাযঊনের পাশে। আরবী ভাষায় এমন স্থানকে 'বাকী' বলা হয় যেখানে অজস্র গাছপালা হয়ে থাকে। মদিনা শরীফে এই স্থান বাকীউল গরকদ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে কেননা সেখানে অনেক বেশি গরকদ বৃক্ষ ছিল। এছাড়া সেখানে অন্যান্য ধরনের বন্য মরু গুল্মলতাও ছিল অনেক বেশি। এটিকে জান্নাতুল বাকীও বলা হয়। আরবী ভাষায় জান্নাতের একটি অর্থ হলো বাগান বা ফিরদাওস। সেকারণে বেশীর ভাগ অনারব পর্যটকদের মাঝে তা জান্নাতুল বাকী হিসেবে পরিচিত। আব্দুল হামীদ কাদেরী সাহেব এর বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমাদের একথা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, আরবরা সচরাচার নিজেদের মাকবেরা ও কবরস্থানকে জান্নাত নামেই ডাকে। এর একটি নাম হলো **মাকাবেরুল বাকী**, যা মরুবাসীদের মাঝে বেশি পরিচিত।

(আব্দুল হামিদ কাদরী রচিত 'জুস্তজুয়ে মাদীনা, পৃ: ৫৯৮, ওয়ারিয়েন্টাল পাবলিকেশন, লাহোর, ২০০৭ সাল)

হযরত সালেম বিন আবদুল্লাহ্ তার পিতার পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন যে, যখন কেউ মারা যেতো তখন মহানবী (সা.) বলতেন, একে আমাদের প্রয়াত লোকদের মাঝে পাঠিয়ে দাও, উসমান বিন মাযঊন আমার উম্মতের কতই না উত্তম পূর্বসূরী ছিলেন।

(আল মুজামিল কাবীর লিত তিবরানি, খণ্ড-১২, পৃ: ২২৮, হাদীস-১৩১৬০, দার আহইয়াতুত তুরাসুল আরাবি, বেরুত, ২০০২ সাল)

হযরত ইবনে আব্বাসের পক্ষ থেকে বর্ণিত যে, যখন হযরত উসমানের মৃত্যু হয় তখন মহানবী (সা.) তার মরদেহেরে কাছে আসেন। তিনি তিনবার তার লাশের প্রতি ঝুঁকেন এবং মাথা উঠান আর উচ্চস্বরে বলেন, হে আবু সায়েব খোদা তোমার প্রতি মার্জনা করুন। তুমি পৃথিবী থেকে এমন

অবস্থায় প্রস্থান করেছ যে, ইহজগতের কোন কিছুর মাধ্যমে কলুষিত হওনি।

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন যে, মহানবী (সা.) হযরত উসমান বিন মাযঊনের লাশকে চুমু খান, তখন তিনি কাঁদছিলেন , তাঁর দুই চোখ থেকে অশ্রুধারা বহমান ছিল। হযরত আয়েশা বর্ণনা করেন, হযরত উসমানের মৃত্যুর পর মহানবী (সা.) তাঁকে চুমু খান। তিনি বলেন, আমি দেখেছি মহানবী (সা.) এর অশ্রুধারা হযরত উসমানের গালের ওপর পড়ছিল। অর্থাৎ চোখের পানি এত বেশি ছিল যে, তা গড়িয়ে হযরত উসমানের মুখে পড়তে থাকে। মহানবী (সা.)-এর পুত্র ইব্রাহীম যখন ইহধাম ত্যাগ করেন তখন মহানবী (সা.) বলেন, اَلْحِقْ بِالسَّلَفِ الصَّالِحِ عُثْمَانَ ابْنَ مَظْعُوْن । অর্থাৎ পুণ্যবান পূর্বসূরী উসমান বিন মাযঊনের সাথে গিয়ে মিলিত হও।

(উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫৯১, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩) (আততাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩০৩, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯০)

হযরত উসমান বিন আফফানের পক্ষ থেকে বর্ণিত যে, মহানবী (সা.) হযরত উসমান বিন মাযঊনের জানাযার নামায পড়িয়েছেন আর চার তকবীর দিয়েছেন।

(সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুল জানায়েয, হাদীস নং- ১৫০২)

কেউ কেউ অনেক সময় বলে যে, তিনের অধিক তকবীর দেওয়া যায় না অথচ চার তকবীরেরও প্রমাণ আছে। মুত্তালিব বর্ণনা করেন যে, হযরত উসমান বিন মাযঊনের যখন মৃত্যু হয় তখন তার লাশ বের করা হয় আর তাকে দাফন করা হয়। তখন মহানবী (সা.) এক ব্যক্তিকে একটি পাথর আনার নির্দেশ দেন। তিনি পাথর উঠাতে পারেন নি অর্থাৎ খুব ভারী পাথর ছিল। তখন মহানবী (সা.) দণ্ডায়মান হন বা নিজে তার কাছে যান। তিনি তাঁর উভয় হাত বা উভয় বাহুর কাপড় অর্থাৎ কামিযের আস্তিন উপরে উঠান। মুত্তালিব বা যিনি মহানবীর পক্ষ থেকে এই ঘটনা বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি যেন এখনও মহানবী (সা.)-এর উভয় বাহুর শুভ্রতা দেখতে পাচ্ছি। এখনও সেই ঘটনা আমার স্মৃতিপটে অম্লান। মহানবী (সা.)-এর বাহু খুবই সুন্দর ছিল। তিনি যখন উভয় বাহু অনাবৃত করেন আর আস্তিন উপরে উঠান, তার সৌন্দর্য যেন আমি এখনও দেখতে পাচ্ছি। এরপর তিনি সেই পাথর উঠান আর উসমান বিন মাযঊনের মাথার দিকে সংস্থাপন করেন এবং বলেন, আমি এই চিহ্নের মাধমে আমার ভাইয়ের কবর চিহ্নিত করব আর আমার বংশের যে-ই ইন্তেকাল করবে, তাকে আমি এর কাছে কবরস্থ করব। উদ্ধৃতিটি সুনান আবি দাউদের।

(সুনান আবি দাঊদ, কিতাবুল জানায়েয, হাদীস-৩২০৬)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব হযরত উসমান বিন মাযঊনের ইন্তেকালের যে বিবরণ তুলে ধরেছেন তা থেকে কয়েকটি কথা উপস্থাপন করছি। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব দ্বিতীয় হিজরির ঘটনাবলী বর্ণনা করে বলেন, সে বছর শেষের দিকে মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীদের জন্য মদিনায় একটি কবরস্থান নির্ধারণ করেন যাকে জান্নাতুল বাকী বলা হতো। এরপর সাধারণত সাহাবীরা সেই মাকবেরায় কবরস্থ হতেন। সর্বপ্রথম সাহাবী যিনি এ মাকবেরায় সমাহিত হন তিনি ছিলেন হযরত উসমান বিন মাযঊন। উসমান অতি প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি একজন অত্যন্ত পুণ্যবান, ইবাদতগুজার ও সূফী মানুষ ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পর একবার তিনি মহানবী (সা.)-কে বলেন আমি সম্পূর্ণভাবে এ জগৎ পরিত্যাগ করে, স্ত্রী-সন্তান হতে পৃথক হয়ে, জীবন পুরোপুরি খোদার ইবাদতের জন্য উৎসর্গ করতে চাই, আমায় অনুমতি প্রদান করুন। কিন্তু তিনি (সা.) এর অনুমতি দেন নি। গত খুতবায় আমি এর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেছি। যাহোক হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন যে, হযরত উসমান বিন মাযঊনের মৃত্যুতে মহানবী (সা.) গভীরভাবে মর্মাহত হন। রেওয়ায়েত রয়েছে যে, মৃত্যুর পর তিনি (সা.) তার ললাটে চুমু খান। তখন তাঁর চোখ অশ্রুসিক্ত ছিল। তাকে সমাহিত করার পর তিনি (সা.) চিহ্নিত করার মানসে তার কবরে একটি পাথর সংস্থাপিত করান। এরপর তিনি (সা.) কখনো কখনো জান্নাতুল বাকীতে গিয়ে তার জন্য দোয়া করতেন। মদিনায় মৃত্যুবরণকারী প্রথম মুহাজির ছিলেন হযরত উসমান।

(হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ রচিত ‘সীরাত খাতামান্নাবীঈন’, পৃ: ৪৬২-৪৬৩)

হযরত উসমান বিন মাযঊনের মৃত্যুতে তাঁর স্ত্রী শোকগাঁথায় যা লিখেছেন তাহলো-

يَا عَيْنُ جُوْدِىْ بِدَمْعٍ غَيْرِ مَمْنُوْنِ
عَلٰى رَزِيَّةِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُوْنِ
عَلٰى امْرِیءٍ بَاتَ فِیْ رِضْوَانِ خَالِقِهٖ
طُوْبٰى لَهٗ مِنْ فَقِيْدِ الشَّخْصِ مَدْفُوْنِ
طَابَ الْبَقِيْعُ لَهٗ سُكْنٰى وَ غَرْقَدُهٗ
وَأَشْرَقَتْ اَرْضُهٗ مِنْ بَعْدِ نَعْيَيْنِ
وَأَوْرَثَ الْقَلْبَ حُزْنًا لَا انْقِطَاعَ لَهٗ
حَتَّى الْمَمَاتِ فَمَا تَرْقٰى لَهٗ شُوْنِىْ

এর অনুবাদ হলো, হে চক্ষু ! উসমানের মৃত্যুতে তুমি অনবরত অশ্রুপাত করে যাও, সেই ব্যক্তির মৃত্যুতে, যে নিজ স্রষ্টার সন্তুষ্টির সন্ধানে রাত অতিবাহিত করত। তার জন্য শুভসংবাদ, এমন এক ব্যাক্তি এখানে সমাহিত হয়েছে যার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া ভার। বাকীউল গরকদ স্বীয় এই অধিবাসীর মাধ্যমে পবিত্র হয়ে গেছে আর তার সমাহিত হওয়ার পর এর ভূমি আলোকিত হয়ে গেছে। তার মৃত্যুতে হৃদয় এমনভাবে ব্যাথাতুর হয়েছে যা মৃত্যু পর্যন্ত কাটার নয় আর আমার এই অবস্থা পরিবর্তিত হওয়ার নয়।

(উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫৯১, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া দ্বারা বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ২০০৩) অর্থাৎ তার স্ত্রী এই ভাবাবেগ প্রকাশ করেন।

মহানবী (সা.)-এর কাছে বয়াত গ্রহণকারিনী এক আনসারী মহিলা হযরত উম্মে আলা বলেন, আনসাররা যখন মুহাজেরদের বসবাসের বিষয়ে লটারী করে তখন হযরত উসমান বিন মাযঊনের নাম আমাদের ভাগে আসে। অর্থাৎ আমাদের ঘর তাকে রাখার জন্য নির্ধারিত হয়। হযরত উম্মে আলা বলতেন, হযরত উসমান বিন মাযঊন আমাদের ঘরে অবস্থান করেন। তিনি অসুস্থ হলে আমরা তার সেবা-শুশ্রূষা করি আর তিনি মারা গেলে আমরা তাকে তার (পরিহিত) কাপড়েই কবরস্থ করি। মহানবী (সা.) আমাদের কাছে আসেন। হযরত উম্মে আলা বলেন, আমি বলি, তোমার প্রতি খোদার রহমত বর্ষিত হোক হে আবু সায়েব! এটি হযরত উসমান বিন মাযঊনের ডাক নাম ছিল। তিনি মহানবী(সা.) এর সামনে এই শব্দ উচ্চারণ করেন যে, আবু সায়েব! তোমার প্রতি খোদার কৃপা হোক। তোমার সম্পর্কে আমার সাক্ষ্য এটিই যে, আল্লাহ অবশ্যই তোমাকে সম্মান দিয়েছেন। মহানবী (সা.) এর সামনে তিনি এই সাক্ষ্য দেন। উম্মে আলা বলেন, মহানবী (সা.) তার কাছে একথা শুনে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কীভাবে জানতে পারলে যে, আল্লাহ তা’লা অবশ্যই তাকে সম্মান দিয়েছেন? তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত; আমি জানি না। এটি কেবল আমার আবেগের বহিঃপ্রকাশ। তখন মহানবী (সা.) বলেন, উসমানের যতটুকু সম্পর্ক আছে তিনি এখন প্রয়াত, আর আমি তার জন্য মঙ্গলেরই আশা রাখি, এই আশা রাখি যে, আল্লাহ তা’লা অবশ্যই তাকে সম্মানিত করবেন। কিন্তু তিনি একথাও বলেন যে, খোদার কসম, আমিও জানি না যে, উসমানের সাথে কী করা হবে। দোয়া অবশ্যই আছে, কিন্তু এটি আমি বলতে পারি না যে, অবশ্যই সম্মান দিয়েছেন, অথচ আমি খোদার রসূল। একথা শুনে হযরত উম্মে আলা বলেন, খোদার কসম, এরপর আর কাউকে আমি এভাবে পবিত্র আখ্যায়িত করব না অর্থাৎ এ ধরনের শব্দের পুনরাবৃত্তি করব না যে, তুমি অবশ্যই ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়েছ। একথা আমাকে দুঃখভারাক্রান্ত করে। তিনি বলেন, আমি তখন ঘুমিয়ে পড়ি। এক বিশেষ সম্পর্ক এবং আবেগ ছিল। যাহোক তিনি বলেন, রাতে যখন আমি ঘুমাই স্বপ্নে হযরত উসমানের একটি ঝর্ণা আমাকে দেখানো হয়েছে যা প্রবহমান ছিল। প্রবহমান একটি প্রস্রবণ ছিল, আর দেখানো হয়েছে যে, এটি হযরত উসমানের। তিনি বলেন, এ স্বপ্ন দেখার

রসুলের বাণী

নিজের হাতে উপার্জিত জীবিকার চেয়ে উত্তম জীবিকা দ্বিতীয়টি নেই।

(সহী বুখারী, কিতাবুল বুয়ু)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

পর আমি মহানবী (সা.) এর কাছে আসি এবং তাঁকে বলি যে, আমি এভাবে স্বপ্ন দেখেছি। তিনি (সা.) বলেন, প্রবহমান এই প্রস্রবন বা ঝর্ণা হলো তার কর্ম বা আমল। (সহী বুখারী, কিতাবুশশাহাদাত, হাদীস- ২৬৮৭)

আল্লাহ তা'লা তোমাকে দেখিয়েছেন যে, তিনি এখন জান্নাতে আর বহমান এই ঝর্ণা হলো তার কর্ম বা আমল। অতএব এটিও মহানবী (সা.) এর তরবিয়তের একটি রীতি ছিল। অর্থাৎ এত নিশ্চিৎভাবে খোদার ক্ষমা সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে যেয়ো না। হ্যাঁ স্বপ্নে যখন হযরত উসমান বিন মাযঊনের উন্নত কর্ম একটি ঝর্ণারূপে হযরত উম্মে আলাকে দেখানো হয় তখন মহানবী (সা.) এর সত্যায়ন করেন, নতুবা মহানবী (সা.) জানতেন যে, এসব বদরী সাহাবীদের প্রতি খোদা সন্তুষ্ট। আর স্বয়ং মহানবী (সা.) এর দোয়া এবং তার সম্পর্কে মহানবী (সা.) যে ভাবাবেগ প্রকাশ করেছেন তা থেকে স্পষ্ট যে, তার সম্পর্কে তাঁর (সা.) বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ তা'লা দোয়া শুনবেন আর তিনি আল্লাহ তা'লার নৈকট্য অর্জনকারী হবেন। কিন্তু তবুও তিনি বলেন যে, তোমরা কারো সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে পার না।

মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বলে এই বিষয়টি এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, খারেজা বিন যায়েদ তার মায়ের পক্ষ থেকে বর্ণনা করেন, হযরত উসমান বিন মাযঊনের যখন মৃত্যু হয় তখন খারেজা বিন যায়েদের মা বলেন, আবু সায়েব! তুমি পবিত্র, তোমার ভালো দিন খুবই ভালো ছিল। মহানবী (সা.) একথা শুনতে পান এবং বলেন কে? তিনি বলেন, আমি। মহানবী (সা.) বলেন, তোমাকে একথা কিসে অবহিত করেছে? আমি নিবেদন করলাম, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! উসমান বিন মাযঊনের আমল বা ইবাদত এমন ছিল যা থেকে প্রতিভাত হয় যে, খোদা তা'লা তার প্রতি মাগফিরাত করেছেন ও ক্ষমা করে দিয়েছেন। মহানবী(সা.) বলেন, আমরা উসমান বিন মাযঊনের মাঝে পুণ্য ছাড়া আর কিছুই দেখি নি। নিশ্চয় উসমান বিন মাযঊন এমন মানুষ ছিলেন যার মাঝে নেকী ছাড়া আমি আর কিছুই দেখিনি। কিন্তু একই সাথে তিনি (সা.) বলেন, স্মরণ রেখো আমি আল্লাহ্র রসূল, কিন্তু তা সত্ত্বেও খোদার কসম, আমিও জানি না যে, আমার সাথে কী করা হবে।

(মুসনদ আহমদ বিন হাম্বিল, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৮৭২, আলিমুল কুতুব, বেরুত, ১৯৯৮সাল)

খোদা তা'লার কাছে মহানবী (সা.) এর চেয়ে বেশি প্রিয় আর কেউ নেই, তিনি খোদার প্রেমিক বা বন্ধু , কিন্তু খোদা তা'লার ভ্রুক্ষেপহীনতা, তাঁর ভয় ও ভীতির চিত্র দেখুন যে, নিজের সম্পর্কে তিনি(সা.) বলেন যে, আমি জানিনা আমার সাথে কী ব্যবহার করা হবে। অতএব আমাদের জন্য কতটা ভয়ের ব্যাপার আর কতটা আমাদের পুণ্য কর্ম ও খোদার ইবাদতে মনোযোগ নিবদ্ধ করার বিষয়ে সচেতন থাকা উচিত! আর তা সত্ত্বেও অহংকার নয় বরং বিনয়ে ক্রমাগতভাবে উন্নতি করা উচিত আর সর্বদা খোদার কৃপা ও অনুগ্রহের ভিক্ষা যাচনা করতে থাকা উচিত যেন তিনি স্বীয় করুণা ও কৃপাগুণে আমাদের ক্ষমা করে দেন।

মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বলের অপর একটি রেওয়াতে এটিও উল্লিখিত আছে যে, হযরত উম্মে আলা বলেন, হযরত উসমান বিন মাযঊন আমাদের ঘরে অসুস্থ হয়ে পড়েন। আমরা তার সেবা-শুশ্রূষা করি। তিনি যখন ইন্তেকাল করেন তখন আমরা তাকে তার পরিহিত কাপড়ে আবৃত করে দেই। মহানবী (সা.) আমাদের ঘরে আসেন। আমি বলি, হে আবু সায়েব! আপনার প্রতি আল্লাহর কৃপা বর্ষিত হোক, আপনার সম্পর্কে আমার সাক্ষ্য হলো, আল্লাহ্ আপনাকে সম্মানিত করেছেন, অনেক সম্মান দিয়েছেন। মহানবী (সা.) বলেন, তোমাকে কে বলেছে যে, আল্লাহ্ তালা তাকে সম্মানিত করেছেন। তিনি বলেন, আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত, আমি জানি না। মহানবী (সা.) বলেন, তার যতটুকু সম্পর্ক আছে, তার প্রভুর পক্ষ থেকে তার চিরসত্য ডাক অর্থাৎ মৃত্যু এসে গেছে। আমি তার মঙ্গলেরই আশা রাখি, অর্থাৎ তার সাথে আল্লাহ তা'লার ব্যবহার শুভ হবে। কিন্তু খোদার কসম, আমি আল্লাহ্র রসূল, কিন্তু আমিও জানি না আমার সাথে কী ব্যবহার করা হবে। তিনি বলেন, আমি বললাম, আমি এরপর আর কখনো কাউকে পবিত্র আখ্যা দেবো না। তিনি বলেন, এরপর একারণে আমার অনুশোচনা হয়। অতঃপর তিনি সেই স্বপ্নের কথা উল্লেখ করেন এবং মহানবী (সা.)-কে সেই স্বপ্ন শুনান।

(মুসনদ আহমদ বিন হাম্বিল, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৮৭১-৮৭২, হাদীস-২৮০০৪ আলিমুল কুতুব, বেরুত, ১৯৯৮সাল)

পৃথক পৃথক দু'টি হাদীসগ্রন্থে এই ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'লা স্বয়ং তাদের মর্যাদা উন্নীত করেছেন, আর মহানবী (সা.)-এর দোয়াও তাদের অনুকূলে ছিল। খোদা ক্রমাগতভাবে তাদের মর্যাদা উন্নীত করুন। সেই পুণ্য আদর্শ যেন আমরাও নিজেদের জীবনে ধারণ করতে পারি-খোদার কাছে এই দোয়াই থাকবে।

পরবর্তী সাহাবী যার স্মৃতিচারণ হবে তিনি হলেন হযরত ওহাব বিন সা'দ বিন আবি সারাহ্। ওহাবের পিতার নাম ছিল সা'দ। তিনি বনু আমের বিন লোই গোত্রের সদস্য ছিলেন। তিনি আবদুল্লাহ্ বিন সা'দ বিন আবি সারাহ্-র ভাই ছিলেন। তাঁর মায়ের নাম ছিল মুহানা বিনতে জাবের, যিনি আশআরী গোত্রের সদস্যা ছিলেন।

(আততাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২১৭, দার আহইয়াতুত তুরাসুল আরাবী, কর্তৃক বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯৬)

হযরত ওহাবের ভাই আব্দুল্লাহ্ বিন সা'দ বিন আবি সারাহ্ ওহীর সেই কাতেব বা লিপিকার ছিল যে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। তার ভাই-সংক্রান্ত ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এভাবে দিয়েছেন যে, মহানবী (সা.)-এর একজন ওহী-লেখক ছিল, যার নাম ছিল আব্দুল্লাহ্ বিন সা'দ বিন আবি সারাহ্। সীরাতুল হালবিয়ায় লেখা আছে যে, তিনি হযরত উসমান বিন আফফানের দুধ ভাই ছিলেন। যাহোক মহানবী (সা.)-এর প্রতি যখন কোন ওহী অবতীর্ণ হতো, তিনি (সা.) তাকে ডেকে তা লিখিয়ে নিতেন। একদিন তিনি সূরাতুল মু'মিনূনের আয়াত ১৪ ও ১৫ লেখাচ্ছিলেন। তিনি যখন ثُمَّ اَنْشَاْنٰهُ خَلْقًا اٰخَرَ পর্যন্ত পৌঁছেন তখন ওহীর লেখকের মুখ থেকে অবলীলায় এই বাক্য বের হয় যে, فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْخٰلِقِيْنَ । সূরাতুল মু'মিনূনের ১৫ নং আয়াতে এর উল্লেখ রয়েছে। মহানবী (সা.) বলেন এটিই ওহী, এটিকেই লিখে নাও। সেই দুর্ভাগা ভাবল না যে, পিছনের আয়াতগুলোর ধারাবাহিকতায় স্বাভাবিকভাবেই এই আয়াতাংশ আসা উচিত, বরং সে মনে করলো, যেভাবে আমার মুখ থেকে এই আয়াত বেরিয়েছে আর মহানবী এটিকে ওহী আখ্যা দিয়েছেন ঠিক সেভাবেই নাঊযুবিল্লাহ্ পুরো কুরআন তিনি নিজেই বানাচ্ছেন। ফলাফল-স্বরুপ সে মুরতাদ হয়ে মক্কা চলে যায়। মক্কা বিজয়ের সময় যাদেরকে মহানবী (সা.) হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন তাদের মাঝে একজন আব্দুল্লাহ্ বিন সা'দ বিন আবি সারাহ্ও ছিল। কিন্তু হযরত উসমান (রা.) তাকে আশ্রয় দান করেন। সেই আশ্রয়ের বিস্তারিত বিবরণ হলো, মক্কা বিজয়ের সময় যখন আব্দুল্লাহ্ বিন সা'দ বিন আবি সারাহ্ জানতে পারে যে, মহানবী (সা.) তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন, তখন সে তার দুধভাই হযরত উসমান বিন আফফানের কাছে আশ্রয়ের জন্য যায় এবং তাকে বলে, হে ভাই! মহানবী (সা.) আমার শিরোচ্ছেদ করার পূর্বে আমাকে তার পক্ষ থেকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা নিয়ে দাও। সীরাতুল হালবিয়ায় একথা বর্ণিত হয়েছে। যাহোক হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন যে, সে তার ঘরে তিন-চার দিন আত্মগোপন করে থাকে। একদিন মহানবী যখন মক্কাবাসীদের বয়আত নিচ্ছিলেন তখন হযরত উসমান (রা.) আব্দুল্লাহ্ বিন আবি সারাহ্কে তাঁর কাছে নিয়ে যান এবং তার বয়আত নেওয়ার আবেদন করেন। মহানবী (সা.) প্রথমে কিছুক্ষণ দ্বিধান্বিত ছিলেন, কিন্তু এরপর তিনি তার বয়আত গ্রহণ করেন। এভাবে সে পুনরায় ইসলাম গ্রহণ করে।

(তফসীরে কাবীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১৩৯) (আসসীরাতুল হালবীয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৩০, দারুল কুতুবল ইলমিয়া বেরুত, প্রকাশকাল: ২০০২)

তার আরো অনেক বিষয় ছিল যার কারণে এই আদেশ দেওয়া হয়েছিল। বিশৃঙ্খলা এবং নৈরাজ্য ছড়ানোর অপরাধও ছিল। শুধু এটিই কারণ ছিল না যে, সে মুরতাদ হয়ে গেছে তাই মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন।

আসেম বিন উমর বর্ণনা করেন, হযরত ওহাব যখন মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন তখন তিনি হযরত কুলসুম বিন হিদাম এর ঘরে অবস্থান করেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) হযরত ওহাব এবং হযরত সুআয়েদ বিন আমর এর মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেন। তারা উভয়ে, অর্থাৎ যে দুজনের মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপিত হয়েছিল, মুতার যুদ্ধের দিন শহীদ হন। হযরত ওহাব বদর, ওহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে এবং হুদায়বিয়া ও খায়বারে অংশ নেন, আর অষ্টম হিজরীর জমাদিউল উলা-য় মুতার যুদ্ধে শহীদ হন। শাহাদতের দিন তার বয়স ছিল ৪০ বছর।

(আততাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২১৭, দার আহইয়াতুত তুরাসুল আরাবী, কর্তৃক বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯৬)

মুতার যুদ্ধ কী ছিল বা এর কারণ কী ছিল- এ সম্পর্কে তাবাকাতুল কুবরা-তে কিছুটা উল্লেখ রয়েছে। এই যুদ্ধ অষ্টম হিজরীতে জমাদিউল উলা মাসে সংঘটিত হয়। মহানবী (সা.) হযরত হারেস বিন উমায়ের-কে দূত হিসেবে বসরা'র অধিপতির কাছে একটি পত্রসহ প্রেরণ করেন। তিনি যখন মুতা নামক স্থানে অবতরণ করেন তখন তাকে শারাহবীল বিন উমর গাস্‌সানি বাধা দেয় এবং শহীদ করে। সীরাতুল হালবিয়া অনুযায়ী শারাহবীল কায়সারের পক্ষ থেকে সিরিয়ার জন্য নির্ধারিত আমীরদের একজন ছিল। হযরত হারেস বিন উমায়ের ব্যাতিরেকে মহানবী (সা.) এর আর কোন দূতকে শহীদ করা হয়নি। এই মর্মান্তিক ঘটনা সম্পর্কে অবগত হয়ে মহানবী (সা.) অত্যন্ত দুঃখ পান। তিনি খুবই মর্মাহত হন। তিনি (সা.) মানুষকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করেন। মানুষ একত্রিত হয়ে যায়। তাদের সংখ্যা ছিল তিন হাজার। মহানবী (সা.) বলেন, তাদের সবার আমীর হলেন হযরত যায়েদ বিন হারেসা। এরপর একটি সাদা পতাকা প্রস্তুত করে হযরত যায়েদকে দেওয়ার সময় তিনি (সা.) এই নসীহত করেন যে, হযরত হারেস বিন উমায়েরকে যেখানে শহীদ করা হয়েছে সেখানে পৌঁছে মানুষকে ইসলামের তবলীগ করুন। যদি তারা গ্রহণ করে নেয় তাহলে ঠিক আছে, নতুবা তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্ তা'লার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করুন এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করুন। (আততাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩১৪, দার আহইয়াতুত তুরাসুল আরাবী, কর্তৃক বেরুত থেকে প্রকাশিত, প্রকাশকাল: ১৯৯৬) (আসসীরাতুল হালবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৯৬)

হযরত ওহাবও এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই যুদ্ধের আরো কিছুটা বিস্তারিত বর্ণনা করছি-হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর থেকে বর্ণিত যে, মহানবী (সা.) মুতার অভিযানের জন্য হযরত যায়েদ বিন হারেসাকে আমীর নির্ধারণ করেন। এরপর মহানবী (সা.) বলেন, যদি যায়েদ শহীদ হন তাহলে জাফর আমীর হবেন, আর যদি জাফরও শহীদ হন তাহলে আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা তোমাদের আমীর হবেন। এই বাহিনীকে 'জয়েশ-এ-উমারা' -ও বলা হয়।

(সহী বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, হাদীস-৪২৬১) (মুসনদ আহমদ বিন হাম্বিল, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৫০৫, হাদীস-২২৯১৮)

এর বর্ণনায় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এতটাই লিখেছেন যে, একটি বর্ণনায় এটিও রয়েছে যে, তখন সেখানে কাছেই এক ইহুদীও বসেছিল। মহানবী (সা.) এর এই কথা শুনে সে হযরত যায়েদের কাছে আসে এবং বলে যে, মুহাম্মদ (সা.) যদি সত্য হয়ে থাকেন তাহলে তোমাদের তিন জনের মধ্য থেকে কেউ-ই জীবিত ফিরে আসবে না। তখন হযরত যায়েদ বলেন, আমি জীবিত ফিরে আসি বা না আসি কিন্তু এ কথা নিশ্চিত সত্য যে, হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) আল্লাহ্ তা'লার সত্য রসূল এবং নবী।

(ফরীযায়ে তবলীগ অউর আহমদী খোয়াতীন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৮, পৃ: ৪০৫-৪০৬)

মহানবী (সা.) আল্লাহ্ তা'লার কাছ থেকে এই যুদ্ধের অবস্থা অর্থাৎ শহীদদের বিষয়ে অবগত হন। এ সম্পর্কে একটি বর্ণনা রয়েছে যে, হযরত আনাস বিন মালেক বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, যায়েদ পতাকা বা পতাকা হাতে নেন এবং শহীদ হন। এরপর জাফর তা ধরেন এবং তিনিও শহীদ হন। এরপর আব্দুল্লাহ্ বিন রাওয়াহা পতাকা হাতে নেন এবং তিনিও শহীদ হন- এই সংবাদ দিতে গিয়ে মহানবী (সা.) এর চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল। এরপর তিনি বলেন, অতঃপর খালেদ বিন ওয়ালীদ সর্দার না হওয়া সত্ত্বেও পতাকা হাতে নেন এবং তিনি বিজয় লাভ করেন।

(সহী বুখারী, কিতাবুল জানায়েয, হাদীস-১২৪৬)

আল্লাহ্ তা'লা এই সাহাবীদের মর্যাদা ক্রমাগতভাবে উন্নীত করুন।

তাদের স্মৃতিচারণের পর এখন আমি কতিপয় মরহুমের স্মৃতিচারণ করব যাদের জানাযাও আজ আমি পড়াব।

প্রথম স্মৃতিচারণ হবে মোকাররম মালেক মুহাম্মদ আকরাম সাহেবের যিনি জামা'তের মুরব্বী ছিলেন। গতকাল ২৫ এপ্রিল তারিখে ম্যানচেস্টারে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজেউন'। তার জানাযা এখানে উপস্থিত রয়েছে। নামাযের পর ইনশাআল্লাহ্ তা'লা আমি বাইরে গিয়ে তার জানাযা পড়াব।

১৯৪৭ সনের ২রা ফেব্রুয়ারি তারিখে তিনি গুজরাত জেলার মালেকওয়াল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬১ সনে তিনি নিজে বয়আত করে জামা'তভুক্ত হন। তার আপন বড় ভাই মাস্টার আজম সাহেব প্রথমে আহমদী হয়েছিলেন। তিনিও নিজে বয়আত করেছিলেন। তার মাধ্যমেই তিনি (অর্থাৎ মরহুম) বয়আত করেছিলেন। আমার মনে পড়ে, তিনি একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তাতে তিনি এটিই লিখেছিলেন যে, আমি শিক্ষা গ্রহণের জন্য রাবওয়া আসি এবং এরপর রাবওয়ার পরিবেশে প্রভাবিত হয়ে বয়আত করি। যাহোক বয়আতের পর ১৯৬২ সনে তিনি জামা'তের সেবায় নিজেকে ওয়াকফ করেন। বি.এ করার পর তিনি শাহেদ করেন এবং আরবীতে ফযেল ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৭১ সনে তিনি মুরব্বী সিলসিলা হিসেবে পদায়িত হন। ১৯৭০ সনে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহ.) মৌলভী আব্দুল বাশারত আব্দুল গফুর সাহেবের কন্যা আমাতুল করীম সাহেবার সাথে তার বিয়ে পড়ান। তিনি পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং বহির্বিশ্বের বিভিন্ন দেশেও সেবা করার সুযোগ লাভ করেছেন। যুক্তরাজ্যে অক্সফোর্ড, ম্যানচেস্টার, গ্লাসগো এবং কার্ডিফ জামা'তে ত্রিশ বছর পর্যন্ত সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। তার মোট সেবাকাল ৪৮ বছর দাঁড়ায়। তিনি যুক্তরাজ্যে বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত নায়েব অফিসার জলসাগাহ্'র দায়িত্ব ও পালন করেছেন। ৭১ থেকে ৭২ বরং ৭৩ সন পর্যন্ত তিনি পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে কাজ করেন। এরপর ৭৩ থেকে ৭৭ সাল পর্যন্ত গাম্বিয়ায় কাজ করেন। এরপর পুনরায় ৭৭ থেকে ৭৯ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের করাচীতে কাজ করেন। এরপর ৭৯ থেকে ৮০ সাল পর্যন্ত কেন্দ্র রাবওয়ায় ওকালতে তবশীরে কাজ করেন। ৮০ থেকে ৮৩ সাল পর্যন্ত নাইজেরিয়া মিশনারী কলেজ 'হিলারো'র প্রিন্সিপাল ছিলেন। এরপর তিনি পুনরায় রাবওয়া আসেন এবং ৮৯ সাল পর্যন্ত রাবওয়ায় অবস্থান করেন। এরপর তিনি ৮৯ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত যুক্তরাজ্যে সেবা করার সুযোগ লাভ করেন। আর নিজের অসুস্থতার কারণে, প্রথমে নিজের বয়সের কারণে তিনি ২০০৭ সনের ফেব্রুয়ারি মাসে অবসরপ্রাপ্ত হন। এরপর পুনরায় নিয়োগপ্রাপ্ত হন। আর ২০১৮ সন পর্যন্ত তিনি সেবা করার সুযোগ লাভ করতে থাকেন। কিছুদিন যাবৎ অসুস্থতার কারণে, ওয়াকফে জিন্দেগী যদিও ওয়াকফ-ই থাকে, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে সেবা করতে পারেন নি, আর এভাবে তিনি অবসরপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু এ কথাই বলতে হয় যে, এভাবে তিনি মাত্র কয়েক মাসই রীতিমত কাজ বা সেবা করা ছাড়া অতিবাহিত করেছেন। আর এক দিক থেকে সেবা করতে করতেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন।

যুক্তরাজ্যের আমীর সাহেব লিখেন যে, মরহুম অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং আনুগত্যশীল ছিলেন। অনেক নম্র প্রকৃতির ছিলেন। জামা'তী যে দায়িত্বই তার ওপর অর্পণ করা হতো, অত্যন্ত পরিশ্রম এবং বিশ্বস্ততার সাথে তা পালন করতেন। তার রিপোর্ট করার অভ্যাস ছিল, সাথে সাথে কাজের রিপোর্ট করতেন। ম্যানচেস্টারে যখন নিযুক্ত ছিলেন তখন সেখানে 'দারুল আমান' মসজিদ নির্মিত হয়। মালেক সাহেব মসজিদের জন্য তহবিল একত্র করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন।

আতাউল মুজীব রাশেদ সাহেব বলেন, আকরাম সাহেব উন্নত চরিত্র এবং গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। অত্যন্ত পুণ্যবান, বিশ্বস্ত, খুবই নিষ্ঠাবান এবং নিবেদিত-প্রাণ আহমদী ছিলেন। অত্যন্ত কর্মঠ মুবাল্লেগ, দায়িত্বশীলতার সাথে কাজ সম্পাদনকারী, খিলাফতের আনুগত্যে উন্নত মর্যাদাসম্পন্ন ধর্মসেবক ছিলেন। মজীদ শিয়ালকোটি সাহেব লিখেন, অগণিত গুণের অধিকারী ছিলেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো তিনি খিলাফতের বিশ্বস্ত সেবক ছিলেন। তিনি তবলীগের অত্যন্ত শখ রাখতেন। শিয়ালকোটি সাহেব বলেন যে, যখন ছাত্র ছিলেন তখনও আমাদের ছাত্রাবস্থায় একবার ছুটিতে আমাদের গ্রামে আসেন, তখন সেখানেও তাকে তবলীগ করতে বলা হলে তিনি তবলীগ করা আরম্ভ করেন। খোদ্দামুল আহমদীয়া এবং আনসারুল্লাহ্'র অধীনে সেবা করার জন্য নিজের ছুটি এবং অবসর সময়কে উৎসর্গ করে রেখেছিলেন। তিনি সর্বদা অত্যন্ত আনুগত্যের সাথে জীবন যাপন করেছেন। আসলাম খালেদ সাহেব, যিনি লন্ডনে প্রাইভেট সেক্রেটারী অফিসে সেবা করছেন, তিনি বলেন, আমার এই প্রিয় ব্যক্তি তার নিজের বিয়ের কারণে পরবর্তীতে আমার আত্মীয়ও হয়ে গিয়েছিলেন, অর্থাৎ শ্বশুর বাড়ির দিক থেকে আত্মীয় ছিলেন। তিনি লিখেন, যেখানে তার পদায়ন হয়েছে সেখানেই অত্যন্ত ভালোবাসার সাথে জামা'তের সদস্যদের মনজয় করেছেন। আর যেখানে যেখানে তিনি সেবা করেছেন, বিশেষত ম্যানচেস্টার জামা'তের সদস্যদেরকে অসুস্থতার সময়ও অত্যন্ত ভালোবাসার সাথে স্মরণ করতেন। জামা'তের শিশু এবং যুবকদের সাথে অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। এর একটি উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, খালেক সাহেব আমাকে বলেন, সেসব শিশু যারা এখন যৌবনে পদার্পন করেছে এবং যাদের বিয়ে হয়ে গেছে তাদের মাঝ থেকে একজন নিজের বিয়ের পর যখন প্রথম সন্তানের জন্ম হয় তখন রাত আড়াইটা বা তিনটার দিকে

আমাকে ফোন করে বলে যে, মুরব্বী সাহেব ! আমার ঘরে ছেলের জন্ম হয়েছে। আকরাম সাহেব বলেন, প্রথমে আমি মনে মনে বলি, এত রাতে সংবাদ দেওয়ার এটি কেমন সময়! সকালেও বলতে পারতো। কিন্তু সেই যুবকের নিজ মিশনারী, মুবাল্লেগ এবং তরবীয়তকারীর সাথে যে ভালোবাসা ছিল তার মাধ্যমে সে পরবর্তী বাক্যে আমার মুখ বন্ধ করে দিয়েছে। সেই ছেলে বলে, মুরব্বী সাহেব! আমি এই শপথ করেছিলাম যে, আল্লাহ্ তা'লা যখনই আমাকে সন্তান দান করবেন, আমি সবার আগে আপনাকে জানাব। তাই আপনাকে জানানোর পর এখন আমি আমার পিতাকে অবহিত করব। অতএব এ ছিল তার প্রতি মানুষের এবং জামা'তের সদস্যদের প্রতি তার আন্তরিকতা এবং ভালোবাসা। আল্লাহ্ তা'লা ক্রমাগতভাবে তার মর্যাদা উন্নীত করুন। তার মাগফিরাত করুন। তার পরিবার পরিজনকে ধৈর্য এবং মনোবল দান করুন। তার জানাযা হাযের হবে। আমি যেমনটি বলেছি, নামাযের পর বাইরে গিয়ে আমি তার জানাযা পড়াব।

দ্বিতীয় জানাযা হলো জামা'তের মুবাল্লেগ চৌধুরী আব্দুশ শকূর সাহেবের গায়েবানা জানাযা। তিনি ছিলেন চৌধুরী আব্দুল আযীয শিয়ালকোটি সাহেবের পুত্র। ১২ এপ্রিল তারিখে তিনি ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজেউন। তিনি ১৯৩৫ সনের ১০ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেছিলেন। জন্মগত আহমদী ছিলেন। তার দাদা ১৯০১ সনে বয়আত করেছিলেন। মোকাররম আব্দুশ শকূর সাহেব এফ এ করেন, এরপর শাহেদ করেন, মৌলভী ফাযেল করেন, আর ১৯৫৬ সনের জুন মাসে জীবন উৎসর্গ করেন। এর পূর্বে তিনি রেলওয়ে বিভাগে টাইপিস্ট বা মুদ্রাক্ষরিক হিসেবে কাজ করতেন। ১৯৬২ সনে মৌলভী ফাযেল পরীক্ষা পাশ করেন। ১৯৬৩ সনে জামেয়া আহমদীয়া থেকে শাহেদ পাশ করেন। ১৯৬৩ সনের জুলাই মাস থেকে ওকালতে মাল সানী-তে তার নিযুক্তি হয়। এরপর রাবওয়ার বিভিন্ন দপ্তরে সেবা করতে থাকেন। ৬৪ সনে ইসলামের তবলীগের জন্য তাকে সিয়েরালিওন প্রেরণ করা হয়। ৬৮ সনের নভেম্বর পর্যন্ত সেখানে সেবা করার সুযোগ লাভ করেন। ৭০ সনের ডিসেম্বর মাস থেকে ৭৩ সনের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ঘানায় ছিলেন। ৭৫ থেকে ১৯৭৮ পর্যন্ত গাম্বিয়ায় অবস্থান করেন। ১৯৮০ সনের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে ১৯৮৬ সনের এপ্রি ল মাস পর্যন্ত লাইবেরিয়ায় সেবা করার সুযোগ পান। মরহুম এসব দেশে আমীর এবং মিশনারী ইনচার্জ হিসেবে সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। ১৯৯০ সনে নায়েব উকীলুত তবশীর হিসেবে তার নিযুক্তি হয়। নায়েব উকীলুল মাল সালেস, আবাদী কমিটির সেক্রেটারী, নায়েব উকীলুল মাল সানী হিসেবেও তিনি কাজ করেছেন। আর ১৯৯৫ সনে অবসরের পর ২০০৪ সাল পর্যন্ত পুনঃনিয়োগের মাধ্যমে সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। চোখের কষ্টের কারণে আর কালো ছানি পড়ার কারণে ২০০৪ সনে তিনি অবসর গ্রহণ করেছিলেন।

তার পুত্র আমেরিকা নিবাসী ডাক্তার আব্দুস সবুর সাহেব বলেন, আমার পিতা খুবই সরল এবং পরিশ্রমী ছিলেন। আমরা লাইবেরিয়ায় মিশনারী ইনচার্জ হিসেবে তাকে তবলীগি এবং তরবিয়তী কাজে ব্যস্ত থাকতে দেখেছি। সবসময় অত্যন্ত পরিশ্রমের সাথে খুতবার প্রস্তুতি নিতেন। কুরআন শরীফ, হাদীস, জামা'তের বইপুস্তক এবং বাইবেল ইত্যাদি থেকে উদ্বৃতি নিয়ে খুবই উন্নত মানের খুতবা দিতেন। খ্রিষ্টান এবং মুসলমানদের দলীল প্রমাণের মাধ্যমে তবলীগ করতেন আর খুবই আন্তরিকভাবে কথা বলতেন। তিনি আরো বলেন, আমাদের সব ভাই বোনদের শিক্ষার সমস্ত খরচাদি নিজের সীমিত উপার্জন থেকে পূরণ করেন আর আমাদের সবাইকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করেন।

পাকিস্তানে আনসারুল্লাহ্'র কায়েদ উমূমী মাহমুদ তাহের সাহেব বলেন, তিনি নীরব সেবক ছিলেন, কাজের প্রতি দায়িত্বশীল এবং উন্নত পরামর্শদাতা ছিলেন। নায়েব উকীলুত তবশীর শেখ খালেদ সাহেব বলেন, তিনি খুবই নম্র স্বভাবের, ভদ্র ও উদার প্রকৃতির অধিকারী ছিলেন, খিলাফত এবং জামা'তের প্রতি অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং নিবেদিত ছিলেন। জার্মানীর বর্তমান নায়েব আমীর হায়দার আলী জাফর সাহেব বলেন, আব্দুশ শকূর সাহেব বহু গুণের আধার ছিলেন। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান, সরল, নম্র প্রকৃতির, পরিশ্রমী, জামা'তের অর্থ খুবই সাবধানতার সাথে খরচ করতেন। একজন মুত্তাকী এবং নীতিবান মানুষ ছিলেন। লাইবেরিয়াতে জামা'তের বুক-শপকে খুবই ভালোভাবে পরিচালনা করেন আর তা থেকে যে আয় হয় সেটি দিয়ে মসজিদ এবং মুরব্বী হাউস নতুনভাবে নির্মাণ করেন। স্বল্প জায়গায় তিনি ছোট একটি কমপ্লেক্স বানিয়ে দেন, যাতে লাইব্রেরীও ছিল, মেহমানখানাও ছিল, পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য মসজিদে পৃথক পৃথক অংশ ছিল, মুরব্বী হাউসও ছিল। মসজিদ নির্মাণের সময় শ্রমিকদের সাথে নিজেও কাজ করেছেন। প্রথমত নিজে উপার্জনের পথ সৃষ্টি করে মসজিদ নির্মাণ করেছেন, কমপ্লেক্স বানিয়েছেন, এরপর নিজে শ্রমিকের মতো কাজও করেছেন। হায়দার আলী সাহেব বলেন, ১৯৮৬ সনে যখন আমি তার কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নিই তখন তাকে সেখানে বিদায় জানানো হয়, আর মসজিদ এবং মিশন হা উস নির্মাণের কথা যখন উল্লেখ করা হয় যে, তিনি অত্যন্ত পরিশ্রমের সাথে এই সমস্ত কাজ করেছেন এবং খুবই প্রশংসা করা হয়, তখন তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলেন, আমার পূর্বে জামা'তের একজন মুবাল্লেগ এই জায়গা ক্রয় করার তৌফিক পেয়েছিলেন। আর আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এই তৌফিক দিয়েছেন যে, আমার কার্যকালে তা সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন আপনারা এখানে তবলীগি কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেন। আর আসল কথা হলো আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহই আমাকে এই তৌফিক দান করেছে। মরহুম মূসী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিনি স্ত্রী ছাড়া দুই কন্যা এবং তিন পুত্র স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

নিজ সন্তানদেরকেও সম্মান দেওয়ার রীতি অবলম্বন কর এবং তাদেরকে সর্বোত্তম পন্থায় প্রশিক্ষিত করার চেষ্টা কর।

(ইবনে মাজা, কিতাবুল আদাব)

দোয়াপ্রার্থী: **Golam Mustafa, Amir Murshidabad District**

তৃতীয় জানাযা হলো ওয়াকফে জাদীদ মুয়াল্লেম মোকাররম মালেক সালেহ মুহাম্মদ সাহেবের গায়েবানা জানাযা। তিনি গত ২১ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে ঐশী তকদীর অনুযায়ী মৃত্যুবরণ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজেউন। তার বড় নানা মালেক আল্লাহ্ বখ্শ সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর সাহাবী ছিলেন, যিনি চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের নিদর্শন দেখে লোধরা থেকে পায়ে হেঁটে কাদিয়ান গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর হাতে বয়আত করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তার পিতা মোকাররম গোলাম মুহাম্মদ সাহেব জামা'তের প্রাথমিক মুয়াল্লেমদের একজন ছিলেন। অর্থাৎ তার পিতাও মুয়াল্লেম ছিলেন। তিনি ১৯৫৯ সনে জন্মগ্রহণ করেন। ৭৬ সনে তিনি জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্তি হওয়ার চেষ্টা করেন, কিন্তু বয়স বেশি হওয়ার কারণে ভর্তি হতে না পেরে কোটরি-তে একটি কারখানায় চাকরি করতে আরম্ভ করেন। তার পুত্র লিখেন যে, আমার দাদা মুয়াল্লেম মালেক গোলাম মুহাম্মদ সাহেব তার সাথে কোটরি-তে সাক্ষাৎ করতে গেলে সেখানকার পরিবেশ তার কাছে ভালো লাগেনি। তিনি সাথে সাথে তাকে নসীহত করেন যে, চাকরি ছেড়ে দাও এবং ওয়াকফে জাদীদের অধীনে মুয়াল্লেম হয়ে নিজের জীবন ওয়াক্ফ কর। অতএব তিনি চাকরি ছেড়ে চলে আসেন, তখন তার বিয়েও হয়ে গিয়েছিল। চাকরি করার সময় সে যুগে তিনি বেতন হিসেবে সাড়ে চারশত রুপি পেতেন। কিন্তু তিনি এসে মুয়াল্লেম ক্লাসে ভর্তি হয়ে যান এবং মুয়াল্লেম হন, যেখানে জামা'তের পক্ষ থেকে ১৩৫ রুপি মাসিক ভাতা দেয়া হতে া। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি মনে করতেন এটি অনেক বড় সম্মান যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে সে বা করার সুযোগ দিচ্ছেন। প্রায় এক চতুর্থাংশ বা এক তৃতীয়াংশ আয়ে তিনি ওয়াকফ করেন, পূর্বে জাগতিক আয় উপার্জন করছিলেন। ১৯৮৯ সনে নগরপার্কার-এ তার নিযুক্তি হয়। তখন খুবই কঠিন পরিস্থিতি ছিল। তার পুত্র, যিনি নিজে জামা'তের মুরব্বী, তিনি লিখেন, আমার মা বলেন, যখন নগরপার্কারের একটি গ্রাম খাবাস-এর সেন্টারে তার বদলী হয় তখন সেখানে দীর্ঘকাল থেকে মুয়াল্লেম হাউস বন্ধ ছিল, ঘর ভেঙে পড়েছিল। তাই আমার পিতা অনেক দূর থেকে দিনের বেলা পানি ও মাটি নিয়ে আসতেন এবং জমা করতেন, আর রাতে উভয় স্বামী-স্ত্রী মিলে কাঁচা ইট প্রস্তুত করতেন। ইট প্রস্তুত হয়ে গেলে উভয়ে মিলে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে নিজেরাই বাসস্থানের ব্যবস্থা করে নেন। সেখানে থাকার কোন জায়গা ছিল না। প্রাথমিক মুয়াল্লেম যারা ছিলেন, সিন্ধু প্রদেশেও, তারা অত্যন্ত কুরবানী করে সেখানে দিনাতিপাত করতেন। নিজেরাই অনেক দূর থেকে পানি বহন করে আনেন, মাটি জড় করেন, এরপর ইট প্রস্তুত করেন এবং নিজেরাই নিজেদের থাকার ঘর প্রস্তুত করেন, জামা'তের কাছে কোন কিছু দাবি করেন নি। তার পুত্র

আরো লিখেন, তিনি বলেছেন, নগরপার্কারে তার কাছে সুযোগ সুবিধা ছিল না, তাই যখন মিটিংয়ে যেতেন তখন নিজের জন্য পুরো মাসের রেশন ও হোমিওপ্যাথি ঔষধ এবং অন্যান্য জিনিস নিয়ে আসতেন, কেননা খুবই প্রত্যন্ত অঞ্চলে থাকতেন। একবার এভাবেই মিটিংয়ে এসেছিলেন এবং যাওয়ার সময় পথ হারিয়ে ফেলেন। সেই অঞ্চল মরুভূমির অঞ্চল আর বালির ওপর পদচিহ্ন দেখে মানুষ পথ চিনে নিত। তিনি সঠিকভাবে পদচিহ্ন চিনতে পারেন নি আর পথ হারিয়ে ফেলেন। ইত্যবসরে তার পানিও শেষ হয়ে যায়। সিন্ধু প্রদেশে অনেক গরম হয়ে থাকে। তৃষ্ণা ও ক্লান্তির কারণে পরিশেষে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। সেখানে যখন পড়েছিলেন তখন দুই ব্যক্তি উটে আরোহিত অবস্থায় সেই পথ দিয়ে যায়। তারা দেখে যে, কোন ব্যক্তি বালির ওপর পড়ে আছে। যখন তারা কাছে আসে তখন দেখে যে, ইনি তো ডাক্তার সাহেব। নগরপর্কার-এ তিনি যেহেতু মানুষকে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ দিতেন তাই ডাক্তার সাহেব নামে প্রসিদ্ধি পেয়েছিলেন আর এই দুই ব্যক্তি তার রোগী ছিল। তারা তাকে চিনতে পারে, পানি পান করায়, তাকে নিজেদের গ্রামে নিয়ে আসে।সেখানে তিনি রাত অতিবাহিত করেন, আর পরের দিন তারা তাকে সেন্টারে ছেড়ে আসে। তিনি আরো লিখেন, নিজ সন্তানদের নামাযের জন্য নসীহত করতেন। একান্ত নিয়মিতভাবে তাহাজ্জুদ আদায়কারী ছিলেন। যেদিন মৃত্যুবরণ করেছেন সেদিনও তাহাজ্জুদ আদায় করেন আর মাকেও জাগান। খুবই সচ্চরিত্রের অধিকারী এবং মানুষের প্রতি ভালোবাসা পোষণকারী ছিলেন। কেউ অসদাচরণ করলেও সর্বদা ধৈর্য ধারণ করতেন, কখনো প্রতিউত্তর করতেন না। মানুষের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও অভিজ্ঞ ছিলেন এবং খুবই খ্যাতিমান ছিলেন। মানুষ তার বিশ্বস্ততার কারণে তার কাছে আমানতও গচ্ছিত রাখতো। তিনি বলেন, কোন পরিবারে কখনো মনোমালিন্য দেখা দিলে সর্বদা তাদের মাঝে মিমাংসাকারী ছিলেন।

মরহুম মূসী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী ছাড়া তিনি পুত্র এবং তিন কন্যা স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে রেখে গেছেন। তার এক পুত্র মুবারক আহমদ মুনীর সাহেব বুরকিনা ফাসো-তে জামা'তের মুরব্বী হিসেবে সেবা করার সুযোগ পাচ্ছেন, আর এ কারণে নিজ পিতার মৃত্যুতে পাকিস্তানেও যেতে পারেন নি। আল্লাহ্ তা'লা ক্রমাগতভাবে তার মর্যাদা উন্নীত করুন। তার প্রতি মাগফিরাত এবংকৃপার আচরণ করুন। আর তার সন্তানদেরও সেই প্রেরণা এবং কুরবানীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে ধর্মসেবার তৌফিক দান করুন।

চতুর্থ জানাযা হলো মোকাররম মুওয়েশে জুমা সাহেবের গায়েবানা জানাযা। তিনি তানজানিয়ার অধিবাসী ছিলেন। গত ১৩ মার্চ তারিখে তিনি মৃত্যুবরণ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজেউন। ১৯৩৩ বা ৩৪ সনে তানজানিয়ার মোরোগোরো রিজিওনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬৭ সনে তিনি আহমদীয়া জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হন। তার জামা'তভুক্ত হওয়ার ঘটনা হলো, সেখানে সুন্নী আলেমদের মাঝে এই রীতি প্রচলিত ছিল যে, মৃতদের জন্য (কুরআন) খতম দেওয়া এবং মৃত শিশুদের আকীকা একই সাথে করা হতো। এই বিষয়ে তিনি মতভেদ পোষণ করতেন যে, এটি কিসের খতম দেওয়া আর মৃত শিশুর জন্য কেমন আকীকা! তিনি বলেন, তাদের কতিপয় সুন্নী আলেম যে শিশু জীবিত আছে তার পরিবর্তে যে শিশুর অকাল মৃত্যু হয়েছে তার আকীকা করার প্রতি জোর দিত যেন খতম দিয়ে আর আকীকা করে বারবার ভোজের আয়োজন করা হয়। তিনি ইসলামী শিক্ষায় এমন কোন নির্দেশ পান নি যার ওপর এসব মৌলভী আমল করছিল। তখন তিনি খুবই দুঃখ পান এবং মুসলমানদের এই অধঃপতিত অবস্থা দেখে খুবই মর্মাহত থাকতেন। আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করতেন যে, হে আল্লাহ্! তুমি হযরত ঈসা (আ.)-কে অবতীর্ণ কর যেন তিনি এসে ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করেন। মিশনারী ইনচার্জ সাহেব লিখেন যে, তার নিজের বক্তব্য অনুযায়ী যখন সেখানকার জামা'তের মুবাল্লেগের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়, তখন সেখানে জামা'তের মুবাল্লেগ ছিলেন জামিলুর রহমান রফিক সাহেব, যিনি বর্তমানে পাকিস্তানে উকীলুল ইশায়াত, তখন তিনি তাকে বলেন, মহানবী (সা.) এর হাদীস রয়েছে যে, যে ব্যক্তি যুগের ইমামকে চেনে নি সে অজ্ঞতার মৃত্যুবরণ করেছে। তিনি বলেন, এতে তিনি মনে করেন যে, আমি যেহেতু যুগ ইমামকে মান্য করি নি তাই আমি প্রকৃত মুসলমান নই, তাৎক্ষণিকভাবে তার এই ধারণা হয়। এরপর কোন কালক্ষেপন না করে তিনি তৎক্ষনাৎ বয়াআত গ্রহণ করেন। বয়আতের পর তিনি নিজ গ্রামে যান, নিজের ভাইবোনদের তবলীগ করেন, পরিবার পরিজনকে তবলীগ করেন, বন্ধুবান্ধবদের তবলীগ করেন এবং সবাইকে একত্রিত করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর বাণী পৌঁছে দেন। আর সে বছরই তার ভাই ঈদী সোলেমান সাহেব, যিনি মারা গেছেন এবং জুমা সাহেব ও তার স্ত্রী তার তবলীগে তাৎক্ষণিকভাবে বয়আত করেন। মরহুম ভয়াবহ বিরোধিতারও সম্মুখীন হয়েছেন। কিন্তু ধীরে ধীরে মানুষ জামা'তভুক্ত হতে আরম্ভ করে, আর তার গ্রাম মাকিউনীর পাশাপাশি আশেপাশের যত গ্রাম রয়েছে, সেখানেও জামা'তের বেশ ভালো সূচনা হয়। মিশনারী ইনচার্জ সাহেব লিখেন যে, মাকিউনী জামা'ত এখন মোরোগোরো রিজওনের একটি আদর্শস্থানীয় জামা'ত। আর এটি তারই পরিশ্রমের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত জামা'ত।

জামা'তভুক্ত হওয়ার পর থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত তার প্রতিটি আমল থেকে এটিই প্রকাশ পেত যে, তিনি খিলাফতের প্রতি অত্যন্ত নিবেদিত। মুবাল্লেগ এবং জামা'তী কর্মকর্তাদেরও তিনি অনেক সম্মান এবং শ্রদ্ধা করতেন। জামা'তের ব্যবস্থাপনার খুবই আনুগত্য করতেন। তবলীগের জন্য খুবই উৎসাহ এবং উদ্দীপনা ছিল। সর্বদা তবলীগে রত থাকতেন, কোন সুযোগ হাতছাড়া করতেন না। চাঁদা আদায়ের ক্ষেত্রে প্রথম সারিতে গন্য হতেন। বরং সর্বদা এই চিন্তায় থাকতেন যে, কোন প্রকার আয় হলে তার চাঁদা দিতে হবে আর বলতেন যে, এই সাময়িক জগতের কোন মূল্য নেই। তিনি মূসী ছিলেন আর মানুষকেও এই বরকতময় তাহরীকে অংশ নেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। নামায প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও নিজের উদাহরণ তিনি নিজেই ছিলেন। নিজে পাঁচ ওয়াক্ত নামায বাজামা'ত পড়তেন। আর নিজ সন্তানসন্ততি, পৌত্র-পৌত্রী এবং দৌহিত্র-দৌহিত্রীদেরও বাজামা'ত নামাযী বানানোর নসীহত করতেন। অত্যন্ত আগ্রহের সাথে তাহাজ্জুদ আদায় করতেন। মহানবী (সা.) এর বহু দোয়া তার স্মরণ ছিল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাদি পাঠেরও গভীর আগ্রহ ছিল। তার পুত্র শামুন জুমা সাহেব, যিনি জামেয়া আহমদীয়া তানজানিয়ায় শিক্ষক হিসেবে আছেন, তিনি বলেন, ১৯৮৭ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত আমরা তিন ভাই তানজানিয়া জামেয়ায় পড়তাম। সেখানে মুবাশ্বের কোর্স হয়ে থাকে। আমার স্মরণ আছে যে, একবার ছুটির সময় আমরা ভাইয়েরা নিজেদের মাঝে এই পরামর্শ করি যে, আমাদের এক ভাই জামেয়ার পড়ালেখা ছেড়ে দিয়ে ঘরে ফিরে আসবে আর পিতামাতার দৈনন্দিন কাজে সহায়তা করবে। আমরা আমাদের পিতাকে এই কথা জানালে তিনি এটি খুবই অপছন্দ করেন। তার পুত্র শামুন জুমা সাহেব লিখেন যে, আমি সেই দিনের কথা ভুলতে পারি না, আমাদের পিতা অত্যন্ত উত্তেজিত ছিলেন আর তিনি আমাদের বুঝিয়ে বলেন যে, আল্লাহ্ তা'লার ওপর ভরসা কর এবং জামেয়ার পড়াশোনা অব্যাহত রাখ, কোন অবস্থাতেই পড়াশোনা ছাড়বে না। এভাবে তিনি নিজের তিন সন্তানের মাঝে জামা'তের সেবা করার এক স্পৃহা সৃষ্টি করেন।

আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে কৃপা এবং মাগফিরাতপূর্ণ আচরণ করুন, তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার বংশধরদেরও প্রকৃত ধর্মসেবক এবং ইসলামের সেবক বানিয়ে দিন। যেমনটি আমি বলেছি, নামাযের পর আমি তাদের সবার জানাযা পড়াব। একটি জানাযা হলো হাযের, যা মালেক আকরাম সাহেবের জানাযা। আমি বাহিরে গিয়ে জানাযা পড়াব আর আপনারা এখানেই মসজিদের ভেতরে থেকে আমার সাথে নামাযে যোগ দিবেন।

১ম পাতার পর শেষাংশ..........

****

মসীহ্‌র আবির্ভাব স্থল

এখন বাকি রইল মসীহ্‌র আবির্ভাব স্থলের প্রশ্নটি। স্মর্তব্য যে, দাজ্জাল পূর্ব দিকে বের হবে বলে বর্ণনা করা হয়েছে। যার দ্বারা আমাদের এই দেশকে বোঝানো হয়েছে। 'হুজাজুল কিরামা'-এর রচয়িতা লিখেছেন যে, দাজ্জালের ফিতনা ভারতে প্রকাশ পাচ্ছে। এর থেকে প্রমাণ হয় যে, মসীহ সেখানেই আসবেন যেখানে দাজ্জাল থাকবে। এরপর, সেই গ্রামের নাম 'কাদা' বলা হয়েছে যা কাদিয়ানের সংক্ষিপ্ত রূপ। ইয়েমেনের ইলাকাতেও এই নামের কোন গ্রাম থাকতে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, ইয়েমেন হিজাজের পূর্বে নয়, বরং দক্ষিণে অবস্থিত। এই পাঞ্জাবে লুধিয়ানার নিকটও তো আর একটি কাদিয়ান আছে। (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৬-৩৮) (ভাষান্তর: মির্যা সফিউল আলাম)

যুগ ইমামের বাণী

"এই কৌশলটি সব সময় প্রয়োগ করে দেখ, যখনই কোন বিপদের সম্মুখীন হও, তৎক্ষণাৎ নামাযে দাঁড়িয়ে যাও।"

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৯৬)

দোয়া প্রার্থী:

Abdur Rehman Khan, Manager Lilly Hotel (Gouhati)

২ পাতার পর..

প্রতিষ্ঠিত থাকবে। এই নমুনাগুলিই জামাতের বিশিষ্টতাকে বজায় রাখবে আর তবলীগের ময়দানেও কাজে আসবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: পশ্চিমি দেশে এসে মানুষ যেন পর্দা করতে না ভুলে যায়। এখানে অনেক সময় এমন পরিস্থিতি দেখা দেয় যখন এখানকার ভিনধর্মের প্রতিষ্ঠানগুলি বা ধর্ম নিয়ে যাদের কোন মাথাব্যাথা নেই এমন প্রতিষ্ঠানের শীর্ষকর্তারা আহমদী মহিলাদের সামনে বাধার সৃষ্টি করে। আর সব থেকে বড় আপত্তি তোলে যে, তোমরা পর্দা করবে না। কিন্তু যাদের ঈমান দৃঢ় তারা নিজেদের নমুনা দেখায়।

এখানে কানাডার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হচ্ছে। সেখানকার এক মহিলার নাম হল কাহকাশাঁ। তিনি বলেন, পড়াশোনা শেষ করে আমি চাকরী করতে চাইছিলাম। অনেক জায়গায় চাকরীর জন্য আবেদন করি, কিন্তু যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও আমার পর্দার কারণে চাকরী দেওয়া হচ্ছিল না। আমি সংকল্প করে রেখেছিলাম, পরিস্থিতি যাইহোক, পর্দা কোনওভাবেই ত্যাগ করব না। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে অবিচলতা দান করেন আর পর্দার কারণে আমি একাধিক চাকরী প্রত্যাখ্যান করি। তাই দৃঢ় ঈমানের অধিকারীদের এটি একটি বৈশিষ্ট হয়ে থাকে। এখানে জার্মানী ও যুক্তরাজ্যেও এমন কিছু মানুষও আছেন যারা স্থানীয় ইংরেজ বা জার্মান জাতির। তারা আহমদীয়াত গ্রহণ করার পর নিঃসংকোচে ও নির্বিঘ্নে নিজেদের পর্দার মান সমুন্নত রেখেছেন। পাকিস্তানে পর্দা করে এসেছেন অথচ এখানে এসে পর্দা ত্যাগ করবেন বা পরবর্তী প্রজন্মে পর্দার প্রচলন বন্ধ করে দিবেন, এমনটি শোভনীয় নয়। পর্দার আদেশ একটি মৌলিক শিক্ষা। কুরআন ও হাদীসে এর স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। তাই আপনি যখন নামাযের প্রতি মনোযোগ দেন, আর্থিক ত্যাগ-স্বীকারের প্রতি মনোযোগ দেন, তখন আল্লাহা তা'লার অন্যান্য আদেশাবলীর প্রতিও মনোযোগ দিন, কেননা এতেই আমাদের সফলতা- ইহাকালেও এবং পরকালেও।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এদিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। ইমানের দৃঢ়তার বহু ঘটনা রয়েছে। জার্মানীতেই ফিলিস্তিন থেকে আগত তিন বোন আমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আসেন। তাদের পরিবার ও স্বামীদের পক্ষ থেকে অনেক সমস্যার মুখে পড়তে হয়েছে। এবিষয়ে আদালতে তাদের মোকদ্দমা চলছে। তাদেরকে অধিকারসমূহ ও সন্তানদের থেকে বঞ্চিত রাখা হচ্ছে। কিন্তু এসব কিছু সত্ত্বেও আমি যখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, তোমরা কি ঈমানের উপর অবিচল আছ? তখন তারা উত্তর দিলেন, আমাদের ঈমান কেউ টলাতে পারবে না। আমরা দৃঢ়ভাবে আহমদীয়াতে উপর প্রতিষ্ঠিত আছি। আমরা সমস্ত দিক থেকে বিরোধীতার মোকাবেলা করব।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এই ঘটনাগুলি আমাদের মধ্যে এই চেতনা সৃষ্টিকারী হওয়া উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা যখন পরিস্থিতি আপনাদের অনুকুলে করেছেন, আর্থিক দৃষ্টিকোণ থেকেও আর ধর্মের উপর স্বাধীনভাবে মেনে চলার ক্ষেত্রেও, সেখানে আপনাদের দায়িত্ব হল নিজেদের অবস্থাকে ধর্মানুরূপ করে তুলতে হবে। ধর্মের বিধিনিষেধকে প্রত্যেকটি বিষয়ের উপর প্রাধান্য দিন। সেই সমস্ত মহিলাদের ত্যাগস্বীকারকে স্মরণ রাখুন যারা আজও ধর্মের কারণে কষ্ট সহ্য করে চলেছেন। যদি এই চেতনা হারিয়ে যায় আর এখানকার জৌলুস ও জাঁকজমক, বস্তুবাদিতা আপনাদেরকে কেবল জাগতিকতার মধ্যে নিমজ্জিত রাখে, যেরূপ আমি কালকের খুতবাতেও উল্লেখ করেছি, তবে আল্লাহ্ তা'লাও কারো পরোয়া করেন না।

হুযুর আনোয়ার বলেন: সর্বদা স্মরণ রাখবেন, প্রকৃত জীবন পৃথিবীতে ডুবে থাকার নাম নয়, বরং ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকাতেই এর স্বার্থকতা। আল্লাহ্ তা'লা একথাই আমাদের বলেছেন আর তিনি হযরত রসুল করীম (সা.)কে একারণে আবির্ভুত করেছিলেন যাতে আধ্যাত্মিক জীবন দান করেন। তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা একথাই বলেছেন আর এই উদ্দেশ্যেই হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে এই যুগে প্রেরণ করা হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অতএব যদি নিজেদের সন্তানদের প্রকৃত জীবন চান, তবে ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার অঙ্গীকার পূর্ণ করুন এবং সবসময় দৃষ্টিপটে রাখুন। আল্লাহ্ তা'লা সকলকে এর তৌফিক দান করুন।

দেশের প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ারের সাক্ষাত অনুষ্ঠান

কয়েকজন সাংসদ, রাজনীতিক এবং প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের নেতাদের সঙ্গে হুযুরে আনোয়ারের সাক্ষাত অনুষ্ঠান আয়োজিত হয় যেখানে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন যাদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার পরিচয় করেন।

দালবেকের সাবেক মেয়র স্টিফেন প্লাতু সাহেব হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে নিবেদন করেন যে, দালবেক শহরে জামাত আহমদীয়া ভালভাবে সমন্বিত ও একাত্ম হয়ে গেছে। আপনারা বিভিন্ন কাজের সঙ্গে জড়িত। তিনি বলেন, হুযুরকে দেখে আমি শান্তি ও ভালবাসা অনুভব করি।

নগরোন্নয়ন বিভাগের বর্তমান সদর মার্ক কুলস সাহেব সাক্ষাতের সময় হুযুর আনোয়ারকে বলেন, অন্যান্য মুসলমানদের পক্ষ থেকে জামাতকে কষ্ট দেওয়া হয়, কিন্তু বিগত কয়েক বছরে আপনাদের সঙ্গে সুসম্পর্কের কারণে একথা আমার কাছে স্পষ্ট হয়েছে যে, আপনারা উন্নত পর্যায়ের মুসলমান। কেননা আপনারা দেশের সেবা করেন। স্বার্থকভাবে মানবতার সেবা করেন। আপনাদের মসজিদটির নির্মাণ কাজ যখন আরম্ভ হতে যাচ্ছিল, সেই সময় মানুষের মনে ভীষণ আতঙ্ক ছিল। কিন্তু প্রতিবেশীদের প্রতি আপনাদের উত্তম আচরণ ও সুসম্পর্ক এই চিন্তাধারায় আমূল পরিবর্তন এনেছে।

ফ্লেমিশ সাংসদ ক্রিস ভ্যান্ডিক সাহেব হুযুর আনোয়ারকে বলেন, আপনি কি আমাদেরকে কোন বার্তা দিতে চাইবেন? এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: এইমাত্র আমি এই বার্তাই দিয়েছি যে, আমাদের জামাতের মূল উদ্দেশ্য হল ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও শান্তির বার্তা পৃথিবীতে পৌঁছে দেওয়া।

যা শুনে ভদ্রলোক বলেন, লাহোরের ঘটনার পর আমি এই কারণে জামাতের সাহায্য করেছিলাম যে, আপনাদের জামাত শান্তির প্রসার করে এবং পরস্পরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করার শিক্ষা দেয়। আমি নিজের শহরেও এবিষয়টিকে উৎসাহিত করি যেন ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য মেনে চলা সদস্যদের সঙ্গে একত্রে কাজ করা যায়, পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায় এবং সম্মান করা যায়। আর জাতি হিসেবে যদি সম্মান জানাই তবেই তো এগিয়ে যাব।

ফেডেরাল পার্লামেন্ট সদস্য এবং মুলিন বেক শহরের মেয়র ফ্রাঙ্কোস শিপম্যানস সাহেব বলেন: আমি আপনাদের জামাতের সঙ্গে পরিচিত। প্রায় মানুষ আমার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আসেন। দালবিক অঞ্চলে যখন সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটেছিল, সেই সময় জামাতের সদস্যরা আমার সঙ্গে সাক্ষাত করতে এসেছিলেন। জামাত সেই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছিল। জামাত প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের সঙ্গ দিয়েছে।

ব্রুসেলসে যে ঘটনা ঘটেছে, তার সঙ্গে যুক্ত সন্ত্রাসীদের সঙ্গে কাউন্সিলের সম্পর্ক ছিল। এই কারণে মিডিয়ায় এই ভদ্রমহিলার অনেক দুর্নাম হয়েছিল। এ সম্পর্কে হুযুর আনোয়ার জানতে চান যে তিনি কিভাবে বিষয়টিকে সামলেছিলেন? তিনি বলেন, শহরের বসবাসকারী অধিকাংশ মুসলমান সৎ প্রকৃতির। যারা দেশের বিরোধী, সরকার তাদেরকে চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিয়েছে।

তাঁর ভ্রান্ত ধারণা দূর করার জন্য জামাতের প্রতিনিধি দল তাঁকে সাক্ষাতের সময় কুরআন করীম এবং হুযুরের পুস্তক ' World Crisis & the pathway to peace' উপস্থাপন করা হয়। কুরআন করীমের উপহার দেওয়ার সময় তিনি অত্যন্ত আবেগাপ্লুত হয়ে বলেন, এই প্রথম কেউ আমাকে কুরআন করীমের ফ্রেঞ্চ অনুবাদ উপহার দিল।

মিসেস লাইভ ওয়েরনিক ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের একজন সদস্যা। অনুরূপভাবে ইউরোপিয়ান কমিটি অন ইন্ডাস্ট্রি, রিসার্চ এন্ড এনার্জি-এর সদস্যা। ভদ্রমহিলা নিজের মতামত ব্যক্ত করে বলেন, আজকের এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। জামাত সম্পর্কে আমি দলের সদস্যদের কাছে শুনেছিলাম। আপনাদের আমন্ত্রণ পেয়ে এ সম্পর্কে আমি আরও গবেষণা করেছি। আপনাদের জামাত পৃথিবীতে এক বিশিষ্ট মর্যাদা রাখে। মানবতার জন্য ভালবাসা, সেবামূলক কাজ এবং শান্তির বাণীই

ইমামের বাণী

"কুরআন শরীফ অনুধাবন করার এবং সেই অনুসারে হিদায়াত পাওয়ার জন্য তাকওয়াই মূল।"

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১২১)

দোয়াপ্রার্থী: **Begum Aseya Khatun, Hahari (Murshidabad)**

ইমামের বাণী

"সেই লোকগুলি তোমাদের আদর্শ যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'কোন ব্যবসা, বানিজ্য ও কেনাবেচা তাদেরকে আল্লাহ্র যিকর বা স্মরণ থেকে বাধা দেয় না।"

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০৪)

দোয়াপ্রার্থী: **Nur Alam, Amir Jalpaiguri District**

আপনাদের পরিচয়। বেলজিয়ামে আপনাদের জামাতের সমন্বিত হওয়া একটি আদর্শ উদাহরণ। নতুন বছরের শুরুতে সাফাই অভিযানও এক অভিনব প্রকল্প।

আমি একজন ইউরোপিয়ান সংসদ সদস্যা হিসেবেও শান্তির প্রসারের চেষ্টায় ব্যস্ত থাকি। আমরা ইউরোপে দুটি মহাযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছি। এখন আর যেন কোন যুদ্ধ দেখতে না হয়, এটিই আমাদের প্রচেষ্টা। আপনার বার্তা এমন এক আদর্শ যে, যদি পৃথিবীর পরাশক্তিগুলি তা মেনে চলে তবে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। সব শেষে আমি পুনরায় আপনাকে এবং আপনার জামাতকে ধন্যবাদ জানাতে চাই আর আশা করি, শান্তির এই প্রচেষ্টা আমরা অব্যাহত রাখব।

ক্রিস্টিয়ান ডি কনিক নামে এক অতিথিও এসেছিলেন যিনি ব্রাসেলসের চিফ পুলিস অফিসার। তিনি বলেন: সর্বপ্রথম আমি আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, এই জন্য যে আপনারা আমাকে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রন জানিয়েছেন। এতে আমি ভীষণ আনন্দিত। ২০১৬ সালের ২২ শে মার্চ ব্রাসেলসের মালবিক শহরের একটি মেট্রো স্টেশনে যখন সন্ত্রাসী হামলা হয়, সেই সময় আমি সেখানে ইনচার্য ছিলাম। আমি সেই সব কিছু দেখেছি, আমি চাই না আপনাদের মধ্যে কেউ কখনও এমন দৃশ্য দেখুক। মানুষ আমার পায়ের কাছে এসে মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়ছিল। মুসলমানদের বিরুদ্ধে আমি ক্ষোভে ফেটে পড়ছিলাম আর ভাবছিলাম কিভাবে মানুষ ধর্মের নামে অপর একজন মানুষকে হত্যা করতে পারে? কিন্তু আপনাদের জামাতের সঙ্গে পরিচিত হয়ে, মানুষের সঙ্গে আলাপ করে এবং আজকের জলসায় অংশগ্রহণ করে মুসলমানদের সম্পর্কে আমার দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে গেছে। আমাকে পুনরায় শান্তির পথ দেখানোর জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ। আপনাদের নারাধ্বনি ‘ ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে’ আমার হৃদয়কে স্পর্শ করেছে।

তাঁর সম্পর্কে আমাদের মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেব লিখেছেন: কমিশনার সাহেব আজ শনিবার জলসা গাহে আসার পর বলতে থাকেন, আমি কেবল ত্রিশ মিনিটের জন্য এসেছি। তাঁকে জলসা গাহ পরিদর্শন করানো হয়। হিউম্যানিটি ফার্স্ট এবং অন্যান্য স্টলসও দেখানো হয়। জামাতের সেবা ও জনকল্যাণমূলক কাজ সম্পর্কে সংক্ষেপে তাঁর কাছে তুলে ধরা হয়। পরে তিনি সম্পূর্ণ জলসায় উপস্থিত থেকেছেন। প্রায় তিন ঘন্টা পর্যন্ত তিনি জলসায় আমাদের সঙ্গে ছিলেন। যাওয়ার পূর্বে তিনি এই ইচ্ছা ব্যক্ত করেন যে, আমি আপনাদের জলসার এই অধিবেশনে পুনরায় আসতে চাই যখন আপনাদের খলীফা উপস্থিত হবেন। এরপর তাঁকে জলসার সমাপ্তি অধিবেশনে অংশগ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রিত করা হয়। পরে তাঁর অন্যান্য অতিথি, যাদের মধ্যে ছিলেন বিভিন্ন শহরের মেয়র এবং রাজনীতিক ব্যক্তিত্ব তাদের সঙ্গেও পরিচয় হয়। তারা নিজেদের শহরে জামাতের সেবামূলক কাজ এবং সমন্বিত হওয়ার কথা উল্লেখ করেন। এছাড়াও জামাতের সঙ্গে তাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের কথাও তাঁরা জানান।

মি.দেবুক (সাংসদ এবং কাউন্সিলর) সাহেব বলেন: আমি অত্যন্ত আনন্দিত। কেননা, আপনাদের বাণী হল শান্তি ও ন্যায় বিচারের। আপনি যে দেশ বা জাতির মানুষ হন না কেন, আপনাদের নীতিবাক্য ‘ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে’ এই বার্তা সকলের জন্য সমানভাবে উপযোগী। আমার মতে আমাদের সকলকে এই বাণী প্রসারের চেষ্টা করা উচিত।

হুযুর আনোয়ার দেবুক সাহেবকে ধন্যবাদ জানান।

ব্রাসেলস শহরের সাবেক মেয়র মিস সুয়াদ রাযোক সাহেবা বলেন: ২০০৯ সালে যুক্তরাজ্যের জলসায় আমি অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। আপনাদরে বাণী ‘ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃনা নয়াকো কারো পরে’ - সকলের জন্য আর এটি পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া উচিত। যেহেতু আপনাদের বাণী শান্তিপূর্ণ, এই কারণে অনেকে আপনাদের উপর অত্যাচার করে। আপনাদের উপর যে অত্যাচার হয়, তা আমি সহ্য করতে পারব না। আপনাদের কোন সাহায্যের প্রয়োজন হলে আমি অবশ্যই সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত থাকব। কেননা আপনাদের বাণী হল ‘ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে।’

লুডউইগ ভ্যান্ডেনহোভ নামে এক অতিথি বলেন: এখানে আসা আমার জন্য সম্মানের বিষয়। গত বার হুযুর আনোয়ার যখন বেলজিয়াম এসেছিলেন, সে বছর এই দালবিকেই হয়তো তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করেছিলাম। আমি জামাত আহমদীয়াকে খুব ভালভাবে চিনি। কেননা, ১৮ বছর সেন্ট ট্রুইডেন শহরের আমি মেয়র থেকেছি। জামাতের সঙ্গে আমার চিরকালই সুসম্পর্ক রয়েছে। আপনাদের বাণী ‘ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে’ আমাদের পশ্চিম ইউরোপ এবং বেলজিয়ামের জন্য অত্যন্ত জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ বার্তা।

Blue Hounds Veterans নামে একটি সংগঠনের সদস্য মি. ফিলিপ নোয়ারস সাহেব বলেন: আপনি যে কথাগুলি আমাদেরকে বলছেন এবং যে বার্তা দিচ্ছেন আমি সেগুলিকে অত্যন্ত সমীহ করি। আমার মতে এই বার্তা আরও বেশি করে ছড়িয়ে দেওয়া উচিত।’ যা শুনে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: এই বাণী সমগ্র মানবতার জন্য আর এটি যুগোপযোগী।

সাংবাদিক সম্মেলন

এরপর মসজিদের হলঘরে একটি প্রেস কনফারেন্সের আয়োজন করা হয় যেখানে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিক ও প্রতিনিধিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

পাকিস্তানী টিভি চ্যানেল নিউজ ওয়ান এবং ইরানী টিভি সেহের-এর প্রতিনিধি প্রশ্ন করেন যে, ইউরোপে ইসলাম-ভীতি বা ইসলামোফোবিয়া যেহারে বেড়ে চলেছে, সেই প্রেক্ষিতে সেখানে কি কোন সুসংত কৃৎকৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে? দ্বিতীয় প্রশ্ন করা হয় যে, আমরা তো সেই পাকিস্তানকে জানি যার প্রথম কেবিনেটে স্যার যাফরুল্লাহ খান সাহেব বিদেশ মন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু সাম্প্রতিককালে মিঞা আতিফ প্রসঙ্গে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, সে সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: প্রথম কথা হল, যতদূর ইসলামোফোবিয়ার সম্পর্ক, সেক্ষেত্রে জামাত আহমদীয়া প্রতিটি মঞ্চে একথাই বলে যে যারা উগ্রবাদের আশ্রয় নিয়েছে তারা ভুল পথে রয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিমের কাছে বিষয়টি অবাঞ্ছনীয়, বরং এর প্রতি তারা বীতশ্রদ্ধ। এই কারণে সর্বত্র চেষ্টা করতে হয়, আর চেষ্টা তো করতেই হবে। এছাড়া আপনাদের মসজিদে মৌলবী ও মোল্লাদেরকে বলুন, যারা আপনাদের কাছে আসে তাদেরকে উগ্রপন্থী না বানিয়ে সঠিক ইসলামী শিক্ষা দানের চেষ্টা করতে। তাদেরকে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে অবগত করুন আর বলুন যে আল্লাহ্ তা’লা আঁ হযরত (সা.)-কে কুরআন করীমে রহমতুল্লিল আলামীন বলে অভিহিত করেছেন। আল্লাহ্ তা’লা স্বয়ং রাব্বুল আলামীন, যিনি সমস্ত জগতের প্রভু-প্রতিপালক। তিনি সমস্ত সম্প্রদায় ও ধর্মের প্রভু। আঁ হযরত (সা.)- সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত বা আশীর্বাদ স্বরূপ। তাঁর যুগে কেবল রহমত ও দয়াই বিস্তৃত হয়েছে। কিন্তু কাফেররা আক্রমণ করলে তিনি জবাবী পদক্ষেপ নিয়েছেন। নিজের পক্ষ থেকে কখন কারোর উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেন নি। তাঁর নিজের যুগে কিম্বা খুলাফায়ে রাশেদীন-এর যুগেও এমন কোন যুদ্ধ ছিল না যা তাঁরা নিজে থেকে আরম্ভ করেছিলেন। শত্রুরা তাঁদেরকে যুদ্ধ করতে বাধ্য করেছিল।

আর যতদূর আপনার প্রশ্ন বা আপনি যে কথা বলতে চেয়েছেন, তার প্রেক্ষিতে আমি একথাই বলব যে, সর্বত্র আপনাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু শর্ত হল, আপনাদের নেতৃবর্গ এবং মোল্লারা যেন একথা স্বীকার করার জন্য প্রস্তুত হয় যে, আমরা মুসলমান হিসেবে এক অভিন্ন প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে উগ্রবাদকে ধ্বংস করার চেষ্টা করব।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল মিঞা আতিফ এবং যাফরুল্লাহ্ খান সাহেব সম্পর্কে। ইমরান খান সাহেব ঘোষণা করেছিলেন যে, আমি সেই পাকিস্তান ও এমন সরকার গড়তে চাই যেমনটি ছিল মদীনার প্রশাসন। তাহলে মদীনার সেই প্রতিশ্রুতি কি ছিল? সেখানে ইহুদীও ছিল আর অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও ছিল। ইহুদীদের সঙ্গে তাদের শরীয়াত বিধান অনুযায়ী আচরণ করা হত আর মুসলমানদের সঙ্গে কুরআনীয় বিধান অনুসারে। যতদিন পর্যন্ত না অন্যান্য ধর্মের পক্ষ থেকে বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়, এই সহাবস্থান অক্ষুন্ন ছিল। আঁ হযরত (সা.) প্রত্যেকের সঙ্গে উত্তম আচরণ করেছেন এবং এরপর এর ব্যতিক্রম হয় নি। এই কারণেই তো মদীনার বহু ইহুদী ইসলাম ধর্মেও দীক্ষিত হয়েছিল। ইমরান খান সাহেব নারাধ্বনি তো দিয়েছেন, কিন্তু আতিফ খান-এর প্রশ্নে মোল্লাদের চাপে তিনি ভয় পেয়ে যান এবং ‘কায়েদে আযম’-এর স্বপ্নের উল্টো পথে হাঁটা শুরু করেন। কিন্তু স্বস্তি কেবল এতটুকুই যে, তাঁর কয়েকজন অকুতোভয় মন্ত্রী রয়েছেন যারা টিভি এবং সোশাল মিডিয়া উভয়ে প্রচার মাধ্যমে খোলাখুলি এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁরা বলেছেন আমরা মিঞা আতিফকে কোন ইসলামি কাউন্সিলের সদস্য করছি না, বরং তিনি কেবল একজন অর্থনৈতিক উপদেষ্টা মাত্র। কিন্তু একথা শুনে পীর সাহেব ফতোয়া দেন যে, আতিফ মিঞাকে সদস্যপদ দেওয়ার কারণে ইমরান খান, তাঁর দলের সমস্ত সদস্য,

ইমামের বাণী

“ যে ব্যক্তি ইসলামের সম্মানের জন্য আত্মাভিমান রাখে না, খোদা তা’লা তার সম্মান ও আত্মাভিমানের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন না। ”

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১১)

দোয়াপ্রার্থী: Shamsher Ali, Amir Birbhum District

কার্যসমিতির সদস্যবর্গ এবং যারা তাহরীকে ইনসাফ পার্টিকে ভোট দিয়েছিল তাদের সকলের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটেছে। তাই চিন্তাধারা যখন এমন পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তখন ভবিতব্য কি হতে পারে তা আপনিই অনুমান করুন।

জঙ্গ নিউজ -এর প্রতিনিদি প্রশ্ন করেন যে, আপনি আহমদী সম্প্রদায়ের ধর্মীয় গুরু। অপরদিকে আপনি মুসলমানদের সংখ্যা গরিষ্ঠশ্রেণীরও ধর্মীয় পথ-প্রদর্শক। আমাদের মত সাধারণ মানুষের জন্য সমস্যার বিষয় হল আমরা কার কথা বিশ্বাস করব? ধর্মের প্রসঙ্গ উঠলে চোখ বন্ধ করে সব কিছু বিশ্বাস করে নেওয়াই রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই প্রসঙ্গে আমি জানতে চাই যে, সমাজের মধ্যে যেখানে অবিরাম এক চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে, সেই সূত্রে আপনি কি পার্লামেণ্ট প্রণীত আইনের বিরোধীতা করবেন নাকি আপনার কাছে এর জন্য অন্য কোন কর্মসূচি রয়েছে?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আমরা প্রত্যেক সেই কাজ করি যার অনুমতি ও আদেশ আল্লাহ্ ও তাঁর রসুল দিয়েছেন। আঁ হযরত (সা.)-এর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্' পাঠ করে সে মুসলমান। কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধচলাকালীন এক সাহাবী এক বিরোধীকে হত্যা করেন। নিহত হওয়ার পূর্বে সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্' পাঠ করে। এই কথাটি আঁ হযরত (সা.)-এর কর্ণগোচর হয়। সাহাবী বলেন, হে রসুলুল্লাহ (সা.) সেই ব্যক্তির তরবারির ভয়ে ভীত হয়ে কলেমা পাঠ করেছিল। একথা শুনে আঁ হযরত (সা.) বললেন, তুমি তার বুক চিরে দেখেছিলে? তিনি (সা.) চরম ক্ষোভের সঙ্গে বার বার একথার পুনরাবৃত্তি করছিলেন আর এতবার দুঃখ প্রকাশ করছিলেন যে, সাহাবী বলেন, আজকের পূর্বে আমি যদি মুসলমানই না হতাম!

আমরা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্' অন্তর থেকে পাঠ করি নাকি মৌখিকভাবে করি, সেকথা পাকিস্তানের পার্লামেন্ট যদি আমাদের বুক চিরে দেখে থাকে, তবে প্রমাণিত হল যে আঁ হযরত (সা.)-এর থেকেও তার মর্যাদা উচ্চতর। তিনি তো অন্তর্যামী ছিলেন না, কিন্তু এরা অন্তর্যামী হওয়ার দাবী করছে। এই কারণেই আমরা বলি, পার্লামেন্টের সেই সমস্ত আইন আমরা মেনে চলি যা আমাদেরকে ধর্মাচারণ করতে বাধা দেয় না। আমি যদি নিজেকে মুসলমান হিসেবে দাবি করি, অথচ পার্লামেন্ট লক্ষ বারও বলে যে তুমি মুলমান নও, তবে যত কঠোরতাই আসুক , আমি তা সহ্য করে নিব, মুসলমান হওয়ার দাবি ত্যাগ করব না। পাকিস্তানের অন্যান্য আইনের যতদূর সম্পর্ক, সেক্ষেত্রে আপনারা দেখুন আহমদীরা আইন মেনে চলে এবং এর প্রতি শ্রদ্ধাশীল। যেখানে ধর্মের প্রশ্ন আসে সেখানে আমি ধর্ম মেনে চলি, এর দ্বারা কারো ক্ষতি সাধিত হচ্ছে না। আমি কারো সম্পদ লুট করছি না, দস্যুবৃত্তি করছি না, দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করছি না, বরং নিজেকে মুসলমান দাবি করে নামায পড়ি। এর জন্য আপনি বলছেন আমাকে তিন বছর কারাদণ্ড ভুগতে হবে, তবে সেও ভাল। আমি এর জন্যও প্রস্তুত আছি। এই কারণে আমি নিজেও কারাগারে থেকেছি। আপনি পাকিস্তানের জেলের পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে চাইলে তাও বলতে পারি। এটি একটি অত্যাচারপূর্ণ আইন যা পৃথিবীর কোন সংবেদনশীল মানুষের কাছেই গ্রহণযোগ্য নয়। জিন্নাহ যে পাকিস্তানের রূপরেখা অঙ্কন করেছিলেন সেখানে ধর্মের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ছিল, প্রত্যেকটি মানুষ ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে স্বাধীন ছিল। জিন্নাহ্র দৃষ্টিতে ধর্মীয় স্বাধীনতার কারণেই তিনি একজন খৃষ্টধর্মাবলম্বীকে প্রধান বিচারপতির পদে নিযুক্ত করেছিলেন। কমান্ডর ইন চিফ বা বায়ুসেনার প্রধানও খৃষ্টধর্মাবলম্বী ছিলেন। এছাড়াও তিনি চৌধুরী স্যার যাফরুল্লাহ্ খান সাহেবকে বিদেশমন্ত্রীর পদে বসিয়েছিলেন। এই সমস্ত বিষয় থেকে স্পষ্ট যে, যদিও মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক দেশ হিসেবে পকিস্তান গঠিত হয়েছিল, কিন্তু সেই ধাঁচে যেভাবে মদীনার শাসন ব্যবস্থায় ধর্মীয় স্বাধীনতাও ছিল। আপনি যদি একথা বলেন যে, যেহেতু পার্লামেন্ট বলছে তাই তোমরা নিজেদেরকে অ-মুসলিম বলে স্বীকার করে নাও। তবে এর উত্তর হল, আমি কেন নিজেকে অ-মুসলিম বলব যখন কিনা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলের উপর বিশ্বাস রাখি। কুরআন করীমে সূরা 'নিসা'য় বর্ণিত হয়েছে, 'যে ব্যক্তি তোমাকে সালাম করে, তাকে একথা বলো না যে তুমি মোমিন নও। ' তাই যখন আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের নির্দেশের সঙ্গে সরাসারি সংঘাত দেখা দেয়, তখন আমাদের নিজের অবস্থান স্পষ্ট করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। তবে হ্যাঁ, অন্যন্য সকল বিষয়ে আমরা আইনের প্রতি অনুগত। আমি দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলছি, আইন মেনে চলার বিষয়ে আমাদের থেকে বেশি অনুগত কেউ নেই। জনসংখ্যার বিচারে আপনি যে কোন শহরের অনুপাত দেখুন এবং সেখানকার স্থানীয় প্রশাসনের কাছ থেকে জেনে নিন যে, আহমদীরা আইনের প্রতি বেশি অনুগত নাকি অন্যরা।

কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'দারুস সানাত'-এ ভর্তি চলছে

২০১৯-২০২০ সাল

Ahmadiyya Vocational (Technical) Training centre Qadian

কারিগরি শিক্ষার পাশাপাশি কাদিয়ানের পরিবেশে নামায ও দরস থেকে উপকৃত হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) ১৯৩৪ সালে কাদিয়ানের পবিত্র ভূমিতে যুবকদের কারিগরি শিক্ষায় প্রশিক্ষিত করে তুলতে এবং তাদেরকে উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে 'দারুস সানাত' (কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র) -এর গোড়াপত্তন করেন যা দেশ বিভাজনের পর প্রতিকূল অবস্থার কারণে বন্ধ হয়ে যায়। আল্লাহ তা'লার অশেষ কৃপা, হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)–এর মঞ্জুরী ও নির্দেশক্রমে দারুস সানাত ২০১০ সালে পুনরায় আরম্ভ হয়েছে যা বর্তমানে নাযারত তালিম-এর তত্ত্বধানে কাজ করছে। এই প্রতিষ্ঠানটি ভারত সরকার (দিল্লী) NSIC (ন্যাশনাল স্মল ইন্ডাস্ট্রিস কর্পারেশন)-এর সঙ্গে affiliated. উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে এক বছরের কোর্স সম্পূর্ণ করার পর ছাত্রদেরকে ভারত সরকার অনুমোদিত সনদ দেওয়া হয়ে থাকে।

সারা ভারতের আহমদী যুবকদের কাছে এই প্রতিষ্ঠান থেকে উপকৃত হওয়ার আবেদন করা হচ্ছে। দারুস সানাত-এ বর্তমানে নিম্নোক্ত টেকনিক্যাল কোর্স এক বছরে পড়ানো এবং শেখানো হচ্ছে।

১) ওয়েল্ডিং, ২) ইলেকট্রিক্যাল, ৩) প্লাম্বিং, ৪) এসি. ও ফ্রিজ, ৫) ডিজেল মেকানিক, ৬) পেট্রোল মেকানিক, ৭) কার্পেন্টার, ৮) কম্পিউটার।

এ যাবৎ এই প্রতিষ্ঠান থেকে কয়েক শ আহমদী যুবক প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশের বিভিন্ন অংশে কাজ করছে।

ভর্তির শর্তাবলী:

১) প্রত্যাশীকে অন্ততঃপক্ষে অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ হতে হবে।

২) প্রবেশিকা ফর্ম সম্পূর্ণরূপে পুরণ করার পর ৩০শে জুন ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত দারুস সানাত কাদিয়ান-এর প্রিন্সিপ্যালকে রেজিস্ট্রি ডাক বা ই-মেল মারফত পাঠিয়ে দিন বা সঙ্গে নিয়ে আসুন। ৩) কাদিয়ানে বাইরের থেকে আসা আহমদী ছাত্ররা জামাতের আমীর/ সদর/ মুবাল্লিগ -এর সত্যায়িত পত্র অবশ্যই নিয়ে আসবেন। ৪) হস্টেলের সুবিধা কেবল ৪০ জন ছাত্রের জন্য উপলব্ধ রয়েছে। ছাত্রের সংখ্যা এর থেকে বেশি হলে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা ছাত্রকে নিজেকে করতে হবে। ৫) সমস্ত কোর্স ১ বছরের । অতএব টেকনিক্যাল কোর্সে ভর্তি হতে হলে এর ফি এক বা দুই কিসতিতে পরিশোধ করা আবশ্যক। ৬) প্রত্যাশীকে পত্র কিম্বা টেলিফোন মারফত কাদিয়ান আসতে বলা হবে। অনুমতি পাওয়ার পর ৩০ শে জুন ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত নিজের খরচে কাদিয়ান পৌঁছে যান। ৭) প্রবেশিকা ফর্মের সঙ্গে আবশ্যকীয় কাগজপত্র সংযুক্ত করুন। (পার্সোনাল মেডিক্যাল ফাইল যুক্ত করুন যার মধ্যে থাকবে রক্তের গ্রুপ, কোন এলার্জি বা অসুখের উল্লেখ, জামাতের পরিচয় পত্র, স্কুল সার্টিফিকেট, জন্ম প্রমাণ পত্র, আধার কার্ড/ভোটার কার্ড এবং তিন কপি ছবি)

(বিস্তারিত তথ্য ফোনের মাধ্যমে সংগ্রহ করুন)
প্রবেশিকা ফর্ম ই-মেলের মাধ্যমে চেয়ে পাঠান
darulsanaat.qadian@gmail.com
মুবাশ্বের আহমদ বাট, প্রিন্সিপ্যাল দারুস সানাত কাদিয়ান)
মোবাইল: ৯৮৭২৯২৩৩৬৩

মহানবী (সা.)-এর বাণী

'সর্বদা সত্য বল, যখন তোমার কাছে কোন গচ্ছিত সম্পদ রাখা হয়, তখন তা আত্মসাৎ করো না আর সর্বদা প্রতিবেশীদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করো।"

(বাইহাকি, ফি শোয়েবিল ঈমান)

দোয়াপ্রার্থী: **Anowar Ali, Jamat Ahmadiyya Abhaipuri (Assam)**

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** Weekly **BADAR** Qadian
কাদিয়ান
Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019
Vol. 4 Thursday, 30 May, 2019 Issue No.22

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

প্রবেশিকা পরীক্ষা

জামেয়া আহমদীয়া কাদিয়ান

জামিয়া আহমদীয়া কাদিয়ান হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর দ্বারা স্থাপিত সেই পবিত্র প্রতিষ্ঠান যেখান থেকে এ যাবৎ শত-সহস্র উলেমা, মুবাল্লিগীন বের হয়ে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দেওয়ার গুরু দায়িত্ব পালন করছেন। সৈয়্যদানা হুযুর আনোর (আই.) অনেক স্থানে আহমদী ছাত্রদেরকে মসীহ মওউদ (আ.) দ্বারা স্থাপিত এই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানটিতে শিক্ষা অর্জন করে জামাতের সেবা করার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অতএব হুযুর আনোয়ারের নির্দেশের আলোকে সমধিক হারে ওয়াকফীনে নও এবং গায়ের ওয়াকফীনে নও ছাত্রদেরকে জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্তি হয়ে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করে জামাতের সেবার জন্য আত্মোৎসর্গ করা উচিত। যে সমস্ত ছাত্ররা জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্তি হতে ইচ্ছুক তারা ওয়াকফে নও বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করুন এবং যথাশীঘ্র ভর্ত্তির ফর্ম পুরণ করে ৩০ শে জুন পর্যন্ত ওয়াকফে নও অফিসে পাঠিয়ে দিন। জামেয়া আহমদীয়ার জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষা সংঘটিত হবে ১৫ই জুলাই, ২০১৯।

ভর্তির শর্তাবলী:

১) মাধ্যমিক পাস ছাত্রদের জন্য বয়স সীমা ১৭ বছর এবং উচ্চমাধ্যমিক পাস ছাত্রদের জন্য ১৯ বছর। হাফিজদের জন্য ব্যাতিক্রমী ছাড় দেওয়া যেতে পারে।

২) জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্তির জন্য ন্যাশনাল ক্যারিয়ার প্ল্যানিং কমিটি ওয়াকফে নও ভারত ছাত্রদের মৌখিক ও লিখিত পরীক্ষা নেওয়ার মাধ্যমে জামেয়ার জন্য নির্বাচন করবে। লিখিত পরীক্ষায় কুরআন মজীদ, ইসলাম, আহমদীয়াত, দ্বিনী মালুমাত, উর্দু, ইংরেজি এবং সাধারণ জ্ঞান সম্পর্কিত প্রশ্ন করা হবে।

৩) লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের কাদিয়ানের নূর হাসপাতালে মেডিক্যাল টেস্টে উত্তীর্ণ হতে হবে। লিখিত, মৌখিক ও মেডিক্যাল টেস্টে উত্তীর্ণ হওয়ার পর সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ারের মঞ্জুরীক্রমে জামিয়া আহমদীয়ায় ভর্ত্তি নেওয়া হবে।

৪) স্নাতক ছাত্রদেরকে ভর্তির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

জেলা আমীর, স্থানীয় আমীর, সদর জামাত এবং মুবাল্লিগ ও মুয়াল্লিমগণকে আবেদন করা হচ্ছে যে, মেধাবী, সুযোগ্য ও খিদমতে বিশেষভাবে আগ্রহী এবং পুণ্যের প্রতি আগ্রহ রয়েছে এমন ছাত্রদের নির্বাচন করে জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্তির জন্য প্রস্তুত করুন এবং যথাশীঘ্র তাদের ভর্ত্তির ফর্ম পুরণ করে ওয়াকফে নও অফিসে পাঠিয়ে দিন। ভর্ত্তির ফর্ম চেয়ে পাঠানোর ই-মেল ঠিকানা - waqfenau@qadian.in

In-Charge Waqf-e-Nau Department
Office Waqfe-Nau India (Nazarat Taleem)
M.T.A Building, Civil Line, Qadian
District: Gurdaspur, Punjab (India) Pin: 143516
Contact: 01872-5000975, 9988991775

(নাযির তালিম ও সদর ন্যাশনাল ক্যারিয়ার প্ল্যানিং কমিটি ওয়াকফে নও ভারত)

যুগ খলীফার বাণী

“আমরা প্রকৃত আহমদী তখনই হতে পারব যখন অস্থায়ী ও জাগতিক কামনা-বাসনা এবং আনন্দ-উপভোগকে নিজেদের উদ্দেশ্য পরিণত করব না।”

(খুতবা জুমা প্রদত্ত ৫ই মে, ২০১৭)

দোয়াপ্রার্থী: **Abdus Salam, Nararvita (Assam)**

সদকাতুল ফিতর আদায়

আলহামদোলিল্লাহ মে মাসের প্রথম সপ্তাহে পবিত্র রমযান মাস শুরু হয়েছে। ইসলামে ফিতরানা আদায়ের জন্য এক ‘সা’ (যা প্রায় ২ কিলো ৭৫০ গ্রাম) -এর হার নির্ধারিত রয়েছে। জামাতের সদস্যদের উচিত সঠিকহারে রমযানের প্রথম বা দ্বিতীয় ভাগের মধ্যে সদকাতুল ফিতর দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা। যেহেতু ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ফসলের (চাউল, গম)-এর মূল্য ভিন্ন। এই কারণে নিজেদের স্থানীয় মূল্যে নির্ধারিত হার (২ কিলো ৭৫০ গ্রাম ফসল) অনুসারে ফিতরানার চাঁদা দান করুন।

পাঞ্জাবের জন্য এবছর সাদকাতুল ফিতর মাথাপিছু ৫৫ টাকা নির্ধারিত হয়েছে। স্থানীয় জামাতে অভাব-পীড়িত ও সদকা পাওয়ার যোগ্য কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ থাকলে সদকাতুল ফিতরের মোট অর্থের নব্বই শতাংশ পর্যন্ত মজলিসে আমেলার পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিতরণ করা যেতে পারে। অবশিষ্ট অর্থ মরকযে জমা করে দিতে হবে। জামাতে যদি দরিদ্র ও সদকা পাওয়ার মত ব্যক্তি না থাকে তবে সেই জামাতে সংগৃহীত সমস্ত অর্থ সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ার জামাতী খাতায় জমা করে দিতে হবে। স্পষ্ট থাকে যে, ফিতরানার অর্থ মসজিদ বা অন্যান্য প্রয়োজনে খরচ করার অনুমতি নেই।

ঈদ ফান্ড

এই চাঁদা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগ থেকে চলে আসছে। এই তহবিলের উদ্দেশ্যে ছিল এই যে, যেখানে আনন্দ-উৎসবের সময় মানুষ ব্যক্তিগত আনন্দের জন্য বস্ত্র, আহার, নেমনতন্ন ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের খরচ করে, অপরকে উপহারও দেয় সেখানে এই আনন্দের সময় ধর্মের উদ্দেশ্যও স্মরণ রাখা উচিত। আহমদী সদস্যরা বয়াতের সময়ই এই অঙ্গীকার করেছে যে, ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দিবে। এই কারণে প্রত্যেক আহমদীর কাছে এই প্রত্যাশা করা হয় যে, তারা উৎসব-আনন্দের সময় ধর্মের উদ্দেশ্যকে অবশ্যই স্মরণে রাখবে। এই উদ্দেশ্যে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর যুগে এই খাতে উপার্জনশীল আহমদী সদস্যরা একটাকা মাথাপিছু ঈদ ফান্ড হিসেবে চাঁদা দিত। প্রস্তাব হল এই যে, ঈদের দিন যে যৎসামান্য খরচ করা হয় তার অর্ধেক এই খাতে চাঁদা দেওয়া উচিত। ঈদ ফান্ডের চাঁদা ঈদের পূর্বে যে কোন দিন দেওয়া যেতে পারে। এটি কেন্দ্রীয় চাঁদা। এর পুরোটাই সদর আঞ্জুমান আহমদীয়ার কোষাগারে জমা হওয়া আবশ্যক। এর থেকে স্থানীয়ভাবে কোন অর্থ খরচ করার অনুমতি নেই।

(নাযির বায়তুল মাল আমাদ, কাদিয়ান)

রোযার তাৎপর্য সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) বলেন:

“আমাদের দেহে দৈনিক যে আধ্যাত্মিক বিষ সৃষ্টি হয় তা দূর করার জন্য আল্লাহ্ তা’লা একটি ব্যবস্থা করেছেন এবং সারা বছর যে বিষ জমা হয়, তা দূর করার জন্য আরেকটি ব্যবস্থা করেছেন। অর্থাৎ দৈনিক যে আধ্যাত্মিক বিষ সৃষ্টি হয় তা দূর করার জন্য তিনি দৈনিক পাঁচ বারের নামাযের ব্যবস্থা করেছেন এবং সারা বছর যে বিষ জমা হয় তা দূর করার জন্য রমযানে এক মাসের রোযা রাখার ব্যবস্থা করেছেন। রোযা না রাখার ফলে বছরব্যাপী পুঞ্জীভূত বিষ বাড়তেই থাকে এবং এর ফলে সেই ব্যক্তির মাঝে এরূপ কাঠিন্য এবং এরূপ দৃষ্টিহীনতার সৃষ্টি হয় যে, খোদা তা’লা তার সামনে এলেও তাঁকে সে চিনতে পারে না। যেমন কোন ব্যক্তি দৃষ্টিশক্তি হারালে তার অত্যন্ত নিকটাত্মীয় সম্মুখে দাঁড়ালেও সে তাকে চিনতে পারে না। অনেকে মনে করে, তারা রোযা রেখে খোদার বড়ই উপকার করেছে। এরূপ মনে করার মত নির্বুদ্ধিতা আর কিছুই নেই। চিকিৎসক যখন কোন রুগীর চিকিৎসার প্রয়োজনে রক্তক্ষরণ করলে যদি সে রুগী মনে করে যে সে রক্ত দিয়ে ডাক্তারের উপকার করেছে তা হলে তার থেকে বড় নির্বোধ আর কে আছে? ঔষধ যতই তিক্ত হোক তা রুগীর জন্য কল্যাণজনক। তদ্রুপ যখন কেউ রমযান মাসে রোযা রাখে, তখন সে খোদা তা’লার কোন উপকার করে না, বরং এটা তার উপর খোদার অনুগ্রহ যে তিনি এরূপ ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সুতরাং এ মাসের প্রতি সম্মান দেখানো আমাদের বিশেষ কর্তব্য। আমরা এ দিনগুলির যত বেশি সদ্ব্যবহার করব, আমাদের অন্তরের পুঞ্জীভূত বিষ ততই দূর হয়ে যাবে যেগুলি ভিতরে ভিতরে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনকে নষ্ট করে দিচ্ছিল।” (আল-ফযল, ১৯ শে ডিসেম্বর, ১৯৬৫)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir